CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-162 ■ 21 March, 2025 ■ আগরতলা ২১ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ৭ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে নিহত ৩০ নকশাল

আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগেই নকশাল মুক্ত হবে ভারত ঃ শাহ

রায়পুর, ২০ মার্চ (হি.স.)।। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের নকশাল অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জন নকশালের। এই এনকাউন্টারে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর একজন জওয়ান শহীদ হয়েছেন। বিজাপুর পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিজাপুর জেলার গঙ্গালুর থানার অন্তর্গত বিজাপুর-দান্তেওয়াড়া সীমানার বনাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই এনকাউন্টারে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর একজন জওয়ান শহীদ হয়েছেন। এছাড়াও মোট ২৬ জন নকশালের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। এদিনই অপর একটি এনকাউন্টার হয় ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায়। এই এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে মোট ৪ জন নকশাল।

এদিকে, নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে বৃহস্পতিবার বড়সড় সাফল্য পেয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর ও কাঙ্কের জেলায় নিকেশ হয়েছে ২২ জন মাওবাদী। এই সাফল্যের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন, আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগেই নকশালমুক্ত হবে ভারত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ আমাদের জওয়ানরা "নকশাল মুক্ত ভারত অভিযান"-এর লক্ষ্যে আরও একটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর এবং কাঙ্কেরে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর দু'টি পৃথক অভিযানে ২২ জন নকশাল নিহত হয়েছে। মোদী সরকার নকশালদের বিরুদ্ধে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে

আজ থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ মথার ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে আগামীকাল জাতীয় সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিএসএফ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন টিএসএফ-র নেতৃত্বরা।

এদিন সংগঠনের এক কর্মী বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রোমান হরফে ককবরক লেখার দাবি শিক্ষা দপ্তরে জানানো হচ্ছে।

তারপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পর্ষদ সভাপতি, রাজ্যপালের নিকটও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, ককবরক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বাংলা লিপিতে লেখার জন্য চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই বহুবার সংগঠনের তরফ থেকে আন্দোলনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে আগামীকাল জাতীয় সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাজেট অধিবেশনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ত্রোয়দশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এক প্রস্থ বৈঠক সেরে নিল শাসক দল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি ছাড়াও শরিক দলগুলি বিধায়ক মন্ত্রীরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে নতুন দুটি বিল নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। সূত্রের খবর বিরোধীদের চাপে রাখতে প্রস্তুতিও নিয়েছে শাসক দল। এবারের বাজেট অধিবেশন চলবে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর কঠোর শাস্তির দাবিতে

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নির্যাতিতা বধূর ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।।আর্থিক অভাব অনটনের কারণে চিকিৎসা করতে পারছে না নাবালিকা গৃহবধূ। ওই গৃহবধূর অভিযোগ, এক বছর পূর্বে শরীরের আগুন লাগিয়ে দেয় তার স্বামী। তাই অভিযুক্ত স্বামীর কঠোর শাস্তির দাবিতে অগ্নিদগ্ধা শরীর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্ণায় বসেছেন অসহায় গৃহবধূ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কল্যাণপুরের এক যুবকের সাথে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন অর্পিতা আচার্য।

পরে তাদের কন্যা সন্তান হয়। এরপরই স্বামী নাকি নাবালিকা স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। গত এক বছর ধরে মেয়েটি তার সন্তান নিয়ে নিজের বাবার কাছে আছে।

তার বাপের বারি আগরতলায়। কিন্তু আর্থিক অভাব অনটনের কারণে চিকিৎসা হচ্ছে না। তাই সরকারি সাহায্যের আশায় মেয়েটি তার সন্তান ও বাবা-মাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন। পরবর্তী সময়ে পূর্ব থানার পুলিশ এসে মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি, অভিযুক্ত স্বামীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পূর্ববর্তী বিবাদ

আক্রান্ত নয়মাসের গর্ভবতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ মার্চ।। নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাকে বাড়িতে এসে মারধর। ঘটনা খোয়াই বিদ্যামোহন ঠাকুরপাড়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পূর্ববর্তী বিবাদকে ঘিরে গতকাল রাত প্রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানবিকতায় প্রশ্নচিহ্ন !

অসুস্থ ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থেকেই মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মার্চ।। আবারো শতাধিক জনগণের অমানবিকতার পরিচয়, মানবিকতার অভাবে রাস্তাতে অসুস্থ অবস্থাতে পড়ে থেকেই মৃত্যু হল এক ব্যক্তির।

ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, ধর্মনগর বাজারে বিবেকানন্দ রোডে এক ব্যক্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে রক্তের ছাপ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ মার্চ।। খোয়াই তবলাবাড়ি 'খেয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে'র সামনে রক্তের দাগের সন্ধান। দুই যুবকের মধ্যে হাতাহাতির জেরে একজন আহত হলে এই ঘটনা বলে জানা গেছে। তবে ঘটনাকে ঘিরে সন্দেহ প্রকাশ করলেন পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা। নেশাখোর যুবকদের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুললেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তথা ওবিসি মোর্চার মন্ডল সম্পাদক শিশির দাস। তবলা বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সূর্য্য কুমার নাথকে পাশে নিয়ে তিনি স্থানটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মশার উপদ্রব ঃ প্রতিবাদে মশারি নিয়ে শহরে মিছিল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। পুর নিগম এলাকায় মশার উপদ্রব নির্মূল করা সহ একাধিক দাবিতে সোচ্চার হয়েছে সদর জেলা কংগ্রেস। আজ জেলা কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়েছে।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদর জেলা কংগ্রেসের এক কর্মী বলেন, আগরতলা পুর নিগমবাসীর বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে রাজপথে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। তাঁর অভিযোগ, নিগমবাসী সঠিক সময়ে কর প্রদান করলেও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাশাপাশি আরো অভিযোগ, শহরে মশার উপদ্রব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। কারণ, নিয়মিত আবর্জনা সাফাই করা হয় না। তাছাড়া, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার অবনতি কারণেও মশার উপদ্রব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। তাই সদর জেলা কংগ্রেসের তরফ থেকে পুর এলাকায় মশার উপদ্রব নির্মূল করা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা, বছরের ২০০ দিন টুয়েপের কাজ ও মজুরি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়েছে।

ওয়াকফ বিল: বিরোধিতা করতে পারে বেশ কয়েকটি শরিক দল

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ।। এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শরিকদের কাছ থেকে খুব কম বিরোধিতা পেয়েছেন। তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেছেন দুই মেয়াদেই। কিন্তু শীঘ্রই বিহারের এনডিএ শরিকরা ওয়াকফ বিল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করায় ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

যদিও কোনও শরিক আনুষ্ঠানিকভাবে বিলটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়নি, অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বরিষ্ঠ নেতাদের সাথে তাদের আপত্তি ভাগ করে নিয়েছেন। বিহারের তিনটি নির্বাচনী এলাকা - জেডি(ইউ), লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি), এবং হিন্দুস্তান আওয়ামী মোর্চা (এইচএএম)- সাধারণত ক্ষমতাসীন জোটের অংশ হিসেবে বিলটিকে সমর্থন করে। তবে, একজন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেছেন, 'আমরা সরকারে আছি, কিন্তু ওয়াকফ বিল নিয়ে আমাদের কিছু আপত্তি আছে।' এই মন্তব্য শরিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অস্বস্তির প্রতিফলন ঘটায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা দূর্নীতির মহাকুম্ভ

প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ত্রিপুরা দূর্নীতির মহাকুম্ভ। বিজেপি জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন দপ্তরের দুর্নীতির দুর্নীতির বেড়াজালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে। এরই প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজপথে ধিক্কার মিছিল করে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। পরবর্তী সময়ে মিছিল শেষে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস বলেন, বিজেপি জোট সরকার দূর্নীতিতে নিমজ্জিত। রাজ্যেস শিক্ষা দপ্তর, বনদপ্তর সহ সর্ব ক্ষেত্রে দিনে দিনে দূর্নীতির খবর বেড়িয়ে আসছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরের কমিশন না দিলে কাজ হয় নি। কমিশন না দিলে জনগনকে হেনস্তার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ তাঁর। এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে নেশা কারবারিরা রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতারণার অভিযোগ মাইক্রো ফাইনান্সের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ মার্চ।। ফের মাইক্রো ফাইনান্স এর বিরুদ্ধে অর্থ লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিন তাকমার মধুচন্দ্র চাকমা পাড়ার ২৮ জনের নামে শান্তিরবাজারের বেদিকা ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড মাইক্রো ফাইনেন্স থেকে লোনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই লোন পাইয়ে দিতে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেয় মধুচন্দ্র চাকমা পাড়ার বাসিন্দা রাখাল চাকমা।

স্থানীয় লোকজনেরা জানান রাখাল চাকমা নিজেকে মাইক্রো ফাইনেন্সের এজেন্ট পরিচয় দিয়ে লোন পাইয়ে দিতে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেন। এতে করে এলাকার লোকজনেরা মাইক্রো ফাইনান্সের এজেন্ট হিসাবে রাখাল চাকমাকে প্রতিমাসের কিস্তি প্রদান করে। গতবছর বন্যা চলাকালীন সময়ে সকল গ্রাহকরা কষ্টের সহিত কিস্তি প্রদান করেন। সময় মতো সকল কিস্তি প্রদান করা সত্বেও বেদিকা নামক মাইক্রো ফাইনান্স ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টরা বরাবরই হিন্দু বিরোধী ঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। 'ভারতের নাগরিক হিসেবে সত্য কথা বলার অধিকার রয়েছে আমার। আমি যা পোস্ট করেছি সেটি সত্যি। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে আমি মিথ্যে কথা বলেছি তাহলে যা শাস্তি দেওয়া হবে আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করবো'। নিজের বিতর্কিত ফেসবুক পোস্ট নিয়ে এমনটাই বললেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তাঁর কথায়, ওনার ফেসবুক পোস্ট ঘিরে বিতর্কিত মন্তব্যের সৃষ্টি হচ্ছে। বিরোধীরা এর সমালোচনা করছেন। কিন্তু উনি যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসে এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK
CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ২১ মার্চ,২০২৫ ইং
৭ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মহাকাশে ডগফাইটিং !

নানা কৌশলে অশান্তির পরিবেশ কায়েম করিবার প্রয়াস জারি রহিয়াছে। ভারত সরকার নিরাপত্তা খাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও তাহা দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় কতখানি সক্ষম হইবে তাহানিয়া নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। কেননা পার্শবর্তী দেশ চীন ইতিমধ্যেই নানা চক্রান্তে লিপ্ত হইতে শুরু করিয়াছে। শত্রুপক্ষের স্যাটেলাইট ধ্বংস করিতে বিশেষ রণনীতি গ্রহণ করিল চিন! গোপনে অন্তরীক্ষে স্যাটেলাইট নিয়া যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সারিয়া রাখিয়াছে শি জিনপিংয়ের দেশ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাহাকে বলে ডগফাইট। তবে কি মহাকাশযুদ্ধের প্রস্তুতি? তেমনই ইঙ্গিত দিয়াছেন আমেরিকান সেনার এক শীর্ষ কর্তা। মঙ্গলবার চিনের মহাকাশ মহড়া নিয়া বিস্ফোরক মন্তব্য করিয়াছেন আমেরিকান সেনাবাহিনীর ওই শীর্ষস্থানীয় নেতা।সম্প্রতি চিন সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিয়া আমেরিকার ওই জেনারেল দাবি করিয়াছেন, মহাকাশগঙ্গা তথা অন্তরীক্ষে নিজেদের স্যাটেলাইটের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে ড্রাগনের দেশ। মঙ্গলবার ম্যাকঅ্যালিসি ডিফেন্স প্রোগ্রাম কনফারেন্সে বক্তব্য রাখিতে গিয়া এই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে আনেন আমেরিকান অফিসার জেনারেল মাইকেল গুয়েটলিন।

আমেরিকান স্পেস ফোর্সের ভাইস চিফের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে থাকাই এই অফিসার সম্মেলন চলাকালীন বলেন, পৃথিবীর খুব কাছাকাছি লো আর্থ অরবিটে ৫টি ভিন্ন প্রকৃতির অবজেক্ট নজরে আসিয়াছে। ওই আমেরিকান কর্তার দাবি, মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ গুলি নিজেদের মধ্যে আগেভাগে লড়াইয়ের প্রস্তুতি সারিয়া রাখিয়াছে। আমেরিকান জেনেরাল আরও বলেন, মূলত চিনের উদ্যোগেই মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতেছে। যার প্রভাব আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতেও অনুভূত হইয়াছে। 'মঙ্গলবার সম্মেলন চলাকালীন অন্তরীক্ষের বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের উপস্থিতি সম্পর্কে কথা বলিতে বলিতে আচমকা আমেরিকান জেনারেল দাবি করেন, আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহ গুলির খুব কাছাকাছি ডগ ফাইটিং চলিতেছে। ট্রাম্পের ওই অফিসার জানান, কৃত্রিম উপগ্রহগুলি আমেরিকান স্যাটেলাইটের প্রায় গা ঘেঁষিয়া ডগ ফাইটিংয়ে লিপ্ত হইয়াছে। মূলত চারপাশে সমন্বয় সাধন করিয়া অরবিটে বা লিওতে নিয়ন্ত্রণ আনিবার চেষ্টা করিয়াছে ৫টি স্যাটেলাইট। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি স্পেস অপারেশন চালানোর জন্য প্রতি মুহূর্তে অনুশীলন করিয়া চলিয়াছে। যাহা একপ্রকার আমেরিকার জন্য চিন্তার।আমেরিকার ওই সেনা জেনারেল জানান, গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সাল থেকেই লো আর্থ অরবিটে ডগ ফাইটিং শুরু করিয়া দিয়াছিল চিন। বলা চলে একেবারে গোপনে, নিজেদের স্যাটেলাইট গুলিকে মহাকাশ অভিযানের জন্য তৈরি করিয়াছিল জিনপিংয়ের দেশ। বেশ কয়েকটি সূত্র মারফত এও জানা গিয়াছে, ওই স্যাটেলাইট গুলির মধ্যে শিয়ান ২৪সি নামক মোট ৩টি পরীক্ষামূলক কৃত্রিম উপগ্রহ ও দুটি শিজিয়ান ৬০৫এ/বি স্যাটেলাইটও ছিল।আমেরিকান সেরা কর্তার বিস্ফোরক অভিযোগের পর চিনের গতিবিধির কথা জানিয়া কার্যত চাপে রহিয়াছে ভারতও। কেননা, চিন যেভাবে দীর্ঘ সময় নিয়া মহাকাশযুদ্ধের প্রস্তুতি সারিতেছে, তাহাতে আগামী দিনে আমেরিকার পাশাপাশি ভারতের জন্যও তাহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। চিনের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি অরবিটে যে দীর্ঘ অনুশীলন চালাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ গুলির ওপরেও বড়সড় প্রভাব আসিতে পারে। সেক্ষেত্রে চিনের এই গোপন মহড়া ভারতীয়দের যথেষ্ট চাপে ফেলিবে একথা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না।

উত্তর প্রদেশে এ.টি.এম. কার্ড জালিয়াতি কাণ্ডে ৪ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

বালিয়া, ২০ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার হালদি থানার পুলিশ এ.টি.এম. কার্ড জালিয়াতি কাণ্ডে ৪ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৬৩টি এ.টি.এম. কার্ড , দুটি দেশি পিস্তল , একটি গাড়ি ও নগদ ৫২০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানায়, বুধবার পুলিশ রাতভর তল্লাশি চালাচ্ছিল। রাত প্রায় দুটো নাগাদ খবর আসে যে হৃদয়াচক ত্রিমোহনা থেকে পিপা ব্রিজের দিকে একটি গাড়ি করে ৪ সন্দেহভাজন দুষ্কৃতী যাচ্ছে। পুলিশ তাদের থামানোর চেষ্টা করলে তারা পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলিতে এক অভিযুক্তের ডান পায়ে গুলি লাগে। পুলিশ অভিযুক্ত ৪ জনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে জানা গিয়েছে , অভিযুক্তরা বালিয়া ও আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে এ.টি.এম. কার্ড হাতিয়ে নিয়ে টাকা তুলে নিত। পুলিশের দাবি, এই দলটি এর আগেও বালিয়ার পাশাপাশি উত্তর প্রদেশের অন্যান্য জেলা এবং দিল্লিতেও একই ধরনের অপরাধ ঘটিয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর কোনও মূল্য নেই : কল্যাণ বান্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেছেন কল্যাণ। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলা উচিত, বিজেপিকে অন্য রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে ৩৫৬ (রাষ্ট্রপতি শাসন) প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কিছুই নেই। তাঁর (শুভেন্দু অধিকারী) সাহস নেই।'

শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেছেন, 'তিনি চান, অমিত শাহ তাকে সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, ইডি, সব কিছুই দিন... এসব নেওয়ার পর, তারা ভোট লুট করবে এবং তারপর নায়ক হয়ে যাবে, পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর কোনও মূল্য নেই, পশ্চিমবঙ্গে অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীরও কোনও মূল্য নেই।'

বিশ্ব অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): বিশ্ব এক অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অতীতের পুঞ্জীভূত চাপ এবং ভবিষ্যতের আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলি একটি অত্যন্ত সম্ভাব্য উপাদান তৈরি করে। উদ্বেগ প্রকাশ করে এই মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে দশম সিআইআই ইন্ডিয়া-এলএসি কনক্লেভে ভাষণ দেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্ব এক অনিশ্চিত ও অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অতীতের সঞ্চিত চাপ এবং ভবিষ্যতের আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলি একটি অত্যন্ত সম্ভাব্য উপাদান।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রভাবিত করেছে, যা সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যকেও প্রভাবিত করেছে। ডঃ জয়শঙ্কর আরও উল্লেখ করেছেন, খাদ্য, জ্বালানি এবং সার নিরাপত্তার জন্য ইউক্রেনের সংঘাত একটি অতিরিক্ত চাপের বিষয়।

অন্নদাশঙ্কর: সাহিত্যের অতন্দ্র প্রহরী

রাজু পারাল

'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো।' -সাহিত্যের সব বিভাগেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। শিল্পী বা লেখকের চাইতে বড় কথা- অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন একজন মুক্ত মনের বিবেকবান মানুষ। সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে ছিল তাঁর অফুরন্ত আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা। - ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সংবাদপত্রের মনোযোগী পাঠক। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। ন বাড়িতে 'মর্ডান রিভিউ', 'সাপ্তাহিক। টেলিগ্রাম', বাংলা মাসিক 'প্রবাসী' ইত্যোদি পত্রপত্রিকা আনিয়ে পড়তেন। পরে তিনি বন্ধুদের সাহচর্যে সাংবাদিক হবার স্বপ্ন ত্যাগ করে সাহিত্যিক হবার সঙ্কল্প করেন। নিজের সাহিত্যিক জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, আমার বয়স যখন ১৬, সেই সময় 'প্রবাসী'তে আমার একটি রচনা ছাপা হয়। টলস্টয়ের একটি কাহিনির অনুবাদ। সেই বোধহয় আমার। প্রথম প্রকাশিত রচনা। তারপরে ওড়িয়া ও বাংলা দুই ভাষায়, এমনকি ইংরেজিতেও, আমার প্রথম বয়সের বহু রচনা প্রকাশিত - হয়। কিন্তু নাম হয় যেদিন 'বিচিত্রায়' 'পথে প্রবাসে' নামাঙ্কিত ভ্রমণ কাহিনির আরম্ভ। তারপর থেকে একাদিক্রমে এই ঊনিশ বছরে ছোট বড়ো উনিশ-কুড়িখানা বই - লিখেছি। তারাশঙ্করের জীবনের বড়ো অংশ কেটেছে দায়িত্বশীল নানা সরকারি উচ্চপদে। বিশেষ যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চপদের দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে করে গেছেন সাহিত্যসেবা। জীবিকার জন্য প্রচুর পরিশ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করার পরও সাহিত্যাঙ্গণে তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সৃজনপ্রবাহ অতুলনীয় বলে মনে হয়। ৪৭ বছর বয়সে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে জীবনের বাকি সময়টাই তিনি শুধু লেখার কাজেই ব্যাপৃত থেকেছেন। বহু বিষয়ের উপর লিখেছেন তিনি, যেমন বৈচিত্র্যে তেমনি পরিমাণে তাঁর রচনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর একজন সব্যসাচী লেখক। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণ- কাহিনি, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কবিতা, কাব্যনাট্য, আত্মকথা, দিনলিপি, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, সমাবর্তন-ভাষণ, কিশোর সাহিত্য সব শাখাতেই ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের ভাষায়, "অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসম্ভার বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ। আরও মূল্যবান তাঁর কথাসাহিত্য, আর তাঁর ছড়া সাহিত্য অমূল্য।"

অন্নদাশঙ্করের গদ্য সাহিত্য রুচি, বুদ্ধি, যুক্তি, মনন, মনস্বিতা ও ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ প্রকাশ। এই মনন কোনও নীরস, নির্জীব, খণ্ড উপাদান মাত্র নয়, তা অদ্ভুত এক সরসতা, সপ্রাণতা ও সৃষ্টিশীলতায় স্পন্দিত। নিজের সাহিত্যিক জীবনে টলস্টয়ের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। কবিগুরুঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছেন সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। তবে তিনি নিজে বলেছিলেন, তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ, দান্তে, চণ্ডীদাস এবং গ্যেটে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছেন। এক সময়ে গান্ধী ও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

সারাজীবনই অন্নদাশঙ্কর বেঁচেছেন নিজের ইচ্ছে-মতো। এই বাঁচা শুধু জীবনে নয়, শিল্পেও। জীবন, শিল্প আর ধর্ম সবকিছুকে এক সঙ্গে গেঁথে এক পরম সমীকরণে বেঁধে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। লিখেছেন, "ধর্মে আমার হলো নাকো মতি ভাবিনে কী হবে পরকালে গতি। ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে কেন যাব কৈবল্য যাচতে! ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায় তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়! জানি নাকো আমি কত দিন আছিবাঁচতে শিখব যতদিন বাঁচি।' বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা অন্নদাশঙ্করের ছোট- বড় অসংখ্য প্রবন্ধের কথা বলা যায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভারতের স্বরাজ, ভারতের ঐক্য, হিংসা ও অহিংসা, দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম, হিন্দুত্ব, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সাহিত্যে সংকট, ভাষার লড়াই, রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আর কোনও বাঙালি কথাকার লিখেছেন কী না সন্দেহ। প্রবন্ধ, কথা-সাহিত্য, কবিতার মধ্যে বিচরণ করেও ছোট-বড় সব শ্রেণির পাঠকের জন্য ছড়া লিখে এক মজা ও কৌতুকের জগতে নিয়ে যেতেন অন্নদাশঙ্কর। কারণ ছড়ার ঠাট্টা-তামাসা ও ক্ষনিকের ফেচলামি তাঁর অন্য লেখার চরিত্র বদলে দিতে পারত। "মৌচাক" শিশুপত্রিকাতে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ছড়ার মাধ্যমে। "ছড়া সমগ্র" বইতে তিনি ৫৬৪টি ছড়ার মধ্যে ছোটদের জন্য ২৬৬টি, আর বড়দের জন্য ২৯৮টি ছড়া লিখেছিলেন। ছোটদের ছড়ার বিষয়বস্তুকে ছোটদের জগতের অভিজ্ঞতা ও কৌতূহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন অন্নদাশঙ্কর। চেনাজগতের জন্তু জানোয়ারদের রূপক দিয়ে ছড়াগুলিকে ছোটদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিলেন অন্নদাশঙ্কর। প্রাণীদের কল্পিত চরিত্র নির্মাণ করে লিখেছিলেন অসংখ্য ছড়া। যেগুলির মধ্যে "টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল", "ব্যাঙের ছড়া", "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী", "যেখানে বাঘের ভয়", "পক্ষীরাজ" ইত্যাদি। অন্নদাশঙ্করের প্রাণী বিষয়ক ছড়াগুলি প্রমাণ করে, শিশুর জগতে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়ে ছড়াগুলি লিখেছিলেন। তবে কেবল বাস্তব বা কল্পিত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ নয়, ভূত-প্রেত, পুতুল, ট্রেন, প্লেন, কপ্টার, রিকশা, মুড়ি, বিস্কুট, পায়েস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে ছড়ার উপলক্ষ্য হিসোবে ব্যবহার করেছিলেন।

লোকসাহিত্যের অঙ্গ যে ছড়া, তা অন্নদাশঙ্কর সর্বদাই স্মরণে রেখেছিলেন। তবে ছড়া ও কবিতায় তিন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত থাকলেও একজন প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম বই "তারুণ্য" প্রকাশিত হয়েছিল যা তাঁকে একজন প্রবন্ধকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৩১ সালে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের ডায়েরি "পথে প্রবাসে" প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজীবনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আসে। অন্নদাশঙ্করের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও উপন্যাসগুলি হল: জীবনশিল্পী, জিয়নকাঠি, শিল্প, আমরা, আগুন নিয়ে খেলা, কোনো, অসমাপিকা, সত্যাসত্য, বিশল্যকরণী, ক্রান্তদর্শী, পুতুল নিয়ে খেলা, নতুন করে বাঁচা, চিত্র যেথা ভয়শূন্য, শিক্ষার ভবিষ্যৎ, সাতকাহন...।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর হলেন মহীরুহ, শিল্পী হিসেবে, মানুষ হিসেবেও। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করকে সামনে রেখে তাই তিনি বলেছিলেন- "আমি সারাজীবন পাতাঝরা গাছের মতো হায়রে, তুমি এখনো বলো চিরহরিৎ বৃক্ষ হতে!"

অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ফেলো হয়েছিলেন বেশ কিছু সময়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জন্মকাল ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি ছিলেন এর আজীবন সভাপতি ও পতিকৃৎ। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বহুবার বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "জগত্তারিনী" পুরস্কারে ভূষিত করেন। বিশ্বভারতী তাঁকে প্রদান করেন "দেশিকোত্তম" সম্মান। বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক "ডিলিট" উপাধিতে ভূষিত করেন। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে "সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার" (১৯৬২), "আনন্দ পুরস্কার" (দু'বার, ১৯৮৩, ১৯৯৪), "বিদ্যাসাগর পুরস্কার", "শিরোমনি পুরস্কার" (১৯৯৫), "রবীন্দ্র পুরস্কার", "নজরুল পুরস্কার", বাংলাদেশের "জেবুন্নিসা পুরস্কার" ইত্যাদি। কৃতী এই সাহিত্যিক আমাদের ত্যাগ করে চিরশান্তির দেশে গমন করেছেন ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর ৯৮ বছর বয়সে। একথা অনস্বীকার্য, তাঁর মৃত্যু প্রকৃতই এক মহীরুহের পতন।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

ভাস্কো ডা গামা যেভাবে ভারতে পৌঁছেছিলেন

রেহান ফজল

কলম্বাস যখন ভারতের খোঁজে বেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন, তখন পর্তুগালের রাজা জন ভারতে পৌঁছানোর জন্য নতুন সমুদ্রপথ খুঁজতে শুরু করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তিনটি বড় জাহাজ তৈরিরও নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজা জন।

ভারতে পৌঁছানোর সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। তবে তার উত্তরাধিকারী এমানুয়েলের মনেও ভারতে পৌঁছানোর দৃঢ় সংকল্প ছিল। সেই যাত্রার কমান্ডার হিসাবে তিনি ভাস্কো ডা গামাকে বেছে নিয়েছিলেন। যাত্রাপথে সঙ্গী হওয়ার জন্য অন্য দুটি জাহাজের কমান্ডার হিসাবে নিজের ভাই পাওলো ও বন্ধু নিকোলাস কোয়েলোকে নিযুক্ত করেন। ২৫ মার্চ ১৪৯৭ সাল, রবিবার সকালবেলায় লিসবঁর রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। সবাই বুঝতে পারছিলেন সেদিন একটা বড় ঘটনা হতে চলেছে। এক চৌমাথার মোড়ে গির্জায় নিজের মন্ত্রীদের সঙ্গে সিংহাসনে বসেছিলেন পর্তুগালের রাজা আর রাণী। তাদের সামনে ঝুলছিল একটা পর্দা। গির্জার বিশপ ভাস্কো ডা গামার অভিযানের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করছিলেন তখন। প্রার্থনা শেষ হতেই পর্দার বাইরে এলেন পর্তুগালের রাজা এমানুয়েল। তিনটি জাহাজের তিন কমান্ডার হাঁটু মুড়ে বসে অভিবাদন জানালেন রাজাকে। যাত্রার শুরুতেই ভয়ানক ঝড় রাজার হাতে চুম্বন করে ভাস্কো ডা গামা একটা আরবি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন। শোভাযাত্রা শুরু হল।

একেবারে সামনে চলছিল ভাস্কো ডা গামার ঘোড়াটি। তার পিছনেই ছিল ভাই পাওলো আর বন্ধু নিকোলাসের ঘোড়া দুটি। তাদের পিছনে ঝাঁ চকচকে পোশাক পরে পায়ে পা মিলিয়ে মার্চ করতে করতে যাচ্ছিলেন জাহাজের নাবিক দল। ভাস্কো ডা গামাদের মিছিলটা বন্দরে পৌঁছাতেই তাদের স্বাগত জানাতে শুরু হল তোপধ্বনি। ভাস্কো ডা গামা ঘোড়া থেকে নেমে নিজের জাহাজ সৈন রাফেল'-এ উঠে গেলেন।

জাহাজটা যখন ধীরে ধীরে বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হাজির হাজার হাজার মানুষ হাত নেড়ে বিদায় জানালেন ভাস্কো ডা গামাকে। ভাস্কো ডা গামাও হাত নেড়ে অভিবাদন করলেন জনতাকে। তবে প্রথম দিনেই এত প্রবল হাওয়া বইছিল যে ভাস্কো ডা গামার জাহাজটি খুব বেশি এগোতে পারে নি। তৃতীয় দিন আবহাওয়া কিছুটা বদলালো। ভাস্কো ডা গামা রওনা হলেন তার জাহাজ নিয়ে।

ইতিহাসবিদ জর্জ এম টোলে তার বই 'দ্য ভয়েজেস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ভাস্কো ডা গামা'তে লিখেছেন, তিনটি জাহাজই একসঙ্গেই এগোচ্ছিল। এতটাই কাছাকাছি ছিল জাহাজগুলো যে কমান্ডারেরা ডেকের ওপরে দাঁড়িয়েই একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। জাহাজগুলো যখন কনারি দ্বীপ ছাড়ালো, তারপরেই শুরু হয় এক ভয়াবহ ঝড়। ঢেউ শান্ত হওয়ার পরে ভাস্কো ডা গামার জাহাজ সৈন রাফেল'কে আর কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু পাওলো আর কোয়েলোরা তাদের নিজেদের জাহাজ নিয়ে কেপ ওয়ার্ডের দিকে এগোতে লাগলেন। জর্জ এম টোলে লিখেছেন, তারা যখন কেপ ওয়ার্ডে পৌঁছলেন, সেখানে ভাস্কো ডা গামার জাহাজ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজের ডেকে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধরে যেন প্রাণ এল পাওলো আর কোয়েলোর। তারা বিউগল বাজিয়ে আর তোপ দেগে সেই পুনর্মিলন উদযাপন করলেন। মি. টোলে আরও লিখেছেন, 'বেশ কয়েক মাস ধরে চলার পরে ভাস্কো ডা গামা আর তার সহযাত্রীরা সেন্ট হেলেনায় পৌঁছলেন। সেখানকার কিছু বাসিন্দা ভাস্কো ডা গামার দলবলের ওপরে হামলা করে। ভাস্কো ডা গামার গায়েও তীর লেগেছিল, যদিও কারও মৃত্যু হয় নি।'

জাহাজে শুরু হল বিদ্রোহ ভাস্কো ডা গামার দল তিনটি জাহাজে আরও বেশ কিছুদিন যাত্রা করার পরে আরও একটা বড় ঝড়ের সম্মুখীন হল। সেটা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে জাহাজের ডেক পুরো জলে ডুবে গিয়েছিল। হাওয়ার বেগ এতটাই ছিল যে নাবিকরা যাতে উড়ে না যান, সেজন্য নিজেদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। হাওয়া আর জলের স্রোতে মনে হচ্ছিল যেন জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নাবিকরাও ঘাবড়িয়ে গিয়ে ভাস্কো ডা গামার কাছে পর্তুগালে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করতে থাকলেন। কিন্তু নাবিকদের কথা মানতে চান নি ভাস্কো ডা গামা। তার স্পষ্ট কথা ছিল, 'হয় আমরা ভারতে যাব, নাহলে এখানেই মরব।' আরেকজন ইতিহাসবিদ সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়াম 'দ্য কেরিয়ার অ্যান্ড লিজেন্ড অফ ভাস্কো ডা গামা' বইতে লিখেছেন, 'যখন ঝড় কিছুটা কমল তখন তিনটে জাহাজ ধীরে ধীরে কিন্তু একসঙ্গেই চলতে শুরু করে। সেন রাফেল'এর নাবিকরা অন্য দুটি জাহাজ — সৈন গ্যাব্রিয়েল' আর সৈন মিগুয়েল'এর নাবিকদের উস্কানি দিতে লাগল যাতে তারা ক্যাপ্টেনদের আদেশ পালন না করেন।' "এই বিদ্রোহ থামাতে ভাস্কো ডা গামা সব নাবিককে আটক করে দেন আর তাদের বলা হয় যে যতক্ষণ পর্তুগালে ফিরে না যাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ সবাইকে বেড়ি পড়িয়ে বেঁধে রাখা হবে।

ভাস্কো ডা গামার এই পদক্ষেপ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দেয়" লিখেছেন মি. সুব্রহ্মনিয়াম। মালিন্ডির রাজা স্বাগত জানালেন ভাস্কো ডা গামাকে প্রবল ঝড়ে তিনটে জাহাজেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বেশ কিছু জায়গায় জাহাজ ফুটোও হয়ে গিয়েছিল।

খাবার জলেরও অভাব দেখা দিচ্ছিল জাহাজে। রান্নার জন্য সমুদ্রের জল ব্যবহার করতে হচ্ছিল। দিন দশেক পরে ভাস্কো ডা গামার দল তিনটে জাহাজ নিয়ে একটা বড় নদীর মোহনায় পৌঁছান। সেখানেই তিনি নোঙ্গর করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনটে জাহাজই ভালো করে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল সৈন মিগুয়েল' আর এগিয়ে যাওয়ার অবস্থায় নেই। তাই সেটিকে সেখানেই ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ওই নাবিকদের বাকি দুটি জাহাজে তুলে নেওয়া হল। মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার মোজাম্বিক বন্দরে পৌঁছান। কিন্তু সেখানকার শেখের বিরূপ মনোভাব দেখে তারা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সমুদ্র তীর ধরে চলতে চলতে ভাস্কো ডা গামা পৌঁছান কাছেই মালিন্ডির উপকূলে। সেখানকার রাজা ভাস্কো ডা গামাকে স্বাগত জানান। রাজা নিজেই এসেছিলেন ভাস্কো ডা গামার জাহাজে। একটা চেয়ার দিয়ে ভাস্কো ডা গামা রাজাকে বসতে বলেন। এক আফ্রিকান ক্রীতদাস দোভাষীর কাজ করছিলেন। রাজার কাছে যখন ভাস্কো ডা গামা এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন রাজা বললেন পরের তিন মাস তার ওখানেই অপেক্ষা করা উচিত, তারপরে সমুদ্রের হাওয়া অনুকূল হবে যাতে তিনি ভারতের দিকে এগোতে পারবেন। ভাস্কো ডা গামা ওই সময়টা জাহাজের মেরামতির জন্য ব্যবহার করলেন। জাহাজে খাওয়ার জল ভরা হল, মাংস, সবজি আর ফল ভরা হল যা পরবর্তী সফরে কাজে লাগে। দেখা গেল ভারতের তটরেখাঅগাস্টের ছয় তারিখ ভাস্কো ডা গামা মালিন্ডি থেকে রওনা হয়েছিলেন। ততদিন পর্যন্ত তিনি তীর ধরেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু এবার তাকে প্রথমবারের মতো গভীর সমুদ্রে পড়তে হল। এর মধ্যেই তিনি মালিন্ডি থেকে সঙ্গে নেওয়া কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছ থেকে দোভাষীর মাধ্যমে ভারত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রায় ১৯ দিন পরে মালিন্ডি থেকে জাহাজে ওঠা এক পাইলট ভাস্কো ডা গামার সামনে এসে বললেন, "ক্যাপ্টেন, আমার মনে হচ্ছে ভারতের তট বেশ কাছেই এসে গেছে। হয়তো আমরা কাল সকালেই তটরেখা দেখতে পাব।" সেই রাতে ভাস্কো ডা গামা ঠিকমতো ঘুমোতে পারেন নি।

ঐতিহাসিক জর্জ এম টোলে লিখছেন, সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে খুব সকালেই ভাস্কো ডা গামা জাহাজের ডেকে চলে এসেছিলেন। তার দৃষ্টি ছিল পুব দিকে, যাতে তটরেখাটা তার চোখেই পড়ে। তখনই নাবিকদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল, 'তট দেখা যাচ্ছে, তট দেখা যাচ্ছে' বলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজের পাইলট ভাস্কো ডা গামার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে পূর্বদিকে আঙ্গুল তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ক্যাপ্টেন, ওই যে ভারতের তটরেখা। সেখানে হাজির সব নাবিকদের চোখে মুখে তখন আনন্দ, অনেকেই কাঁদছেন।

ভাস্কো ডা গামা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। তার সঙ্গীরাও তাকে অনুসরণ করল।

জাহাজ ঘিরে ফেলল স্থানীয়দের নৌকা উপকূলের বাসিন্দারা যখন দেখল যে একটা জাহাজ নোঙর করেছে, তখন জেলেরা তাদের নৌকা নিয়ে জাহাজের কাছে চলে এল। তারাই জানিয়েছিল যে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে আরও ১২ মাইল দূরে কালিকট। ভাস্কো ডা গামা দূর থেকেই কালিকটের গম্বুজ আর মিনারগুলো দেখতে পাচ্ছিলেপরের দিন সূর্য ওঠারসঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু নৌকা ভাস্কো ডা গামার জাহাজ দুটো ঘিরে ফেলল।

সেই নৌকাগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়রা সওয়ার ছিল। তারা খালি গায়ে থাকলেও শরীরের নিম্নাংশ নানা রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তারা এটা জানতে চাইছিল যে কারা এসেছে জাহাজে চেপে, আর কেনই বা এসেছে। ওই নৌকাগুলির মধ্যে কিছু নৌকা ছিল জেলেদের। ভাস্কো ডা গামা তাদের দেখতে পেয়েই নৌকায় থাকা মাছ কিনে নিতে চাইলেন। কিছু লোক ততক্ষণে কালিকটে গিয়ে সেখানকার রাজা জমোরিনকে জানিয়েছে যে, কিছু অজানা লোক এসে পৌঁছেছে কূলে।

রাজা তাদের আদেশ দিলেন যে কিছু ডুমুর, নারকেল আর মুর্গি নিয়ে ওই জাহাজে ফিরে যেতে। আগন্তুকদের ব্যাপারে যতটা যা জানা যায়, সেই চেষ্টা করতে বললেন রাজা। রাজার জন্য উপহার নিয়ে হাজির হলেন ভাস্কো ডা গামা বেশ কয়েক দিন শলা পরামর্শ করার পরে ভাস্কো ডা গামা ঠিক করলেন যে তিনি রাজা জমোরিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। উপহার দেওয়ার জন্য সঙ্গে করে লাল কাপড়, মখমল, হলুদ সাটিনের কাপড়, ৫০টি টুপি, ৫০ টা হাতির দাঁতের তৈরি চাকু আর দামী কাপড় দিয়ে মোড়া একটা চেয়ার নিলেন ভাস্কো ডা গামা। ইতিহাসবিদ সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়াম লিখছেন, "ভাস্কো ডা গামা নীল সাটিনের কাপড়ের একটা গাউন পরেছিলেন। তার কোমরে বেল্টে বাঁধা ছিল সোনার হাতল লাগানো একটা ছোরা। মাথায় পরেছিলেন নীল মখমলের টুপি, যার ওপরে সাদা পালক ছিল। পায়ে ছিল সাদা রঙের জুতো। সামনে ১২ জন রক্ষী চলছিল। তাদের হাতে ছিল রাজার জন্য নানা উপহার। তাদেরও সামনে কয়েকজন নাবিক বিউগল বাজিয়ে চলেছিলেন। চারদিকে এত ভিড় জমেছিল আগন্তুকদের দেখার জন্য যে ভাস্কো ডা গামাকে কোনওরকমে পদপিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো গিয়েছিল। তখন ভাস্কো ডা গামার মনে হচ্ছিল, 'ইশ, যদি পর্তুগালের মানুষ দেখতে পেত যে কীভাবে তাকে ভারতে স্বাগত জানানো হচ্ছে!' রাজা জমোরিনের মুখোমুখি ভাস্কো ডা গামা ভাস্কো ডা গামা রাজা জমোরিনের সামনে পৌঁছে তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। রাজা তার পাশে রাখা চেয়ারের দিকে দেখিয়ে ভাস্কো ডা গামাকে ইশারায় সেখানে বসতে বললেন। অতিথির সামনে রাখা হল ডুমুর, কলা আর কাঁঠাল। ফল খাওয়ার পরে পর্তুগালের মানুষদের তৃষ্ণা পেল। জর্জ এম টোলে লিখেছেন, "তাদের বলা হল যে ঠোঁট না লাগিয়ে পাত্র থেকে জল খেতে হবে। তাদের হাতের তালুতে জল ঢেলে দেওয়া হয়, সেখান থেকেই তারা জল পান করেন।

পর্তুগালের মানুষরা যখন ওইভাবে জল পান করছিলেন, কয়েকজন গলায় জল আটকে বিষম খেলেন। কয়েকজনের পোশাকেও জল পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে জমোরিন হাসতে থাকেন।'

মি. টোলে আরও লিখেছেন, 'ভাস্কো ডা গামা জমোরিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'আপনি মহান, সবথেকে শক্তিশালী রাজাদের একজন আপনি। সবাই আপনার পায়ের তলায়। পর্তুগালের রাজা আপনার মহান কীর্তির কথা শুনেছেন। আপনার বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য আমার মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি। আপনি যদি চান তাহলে আরও জাহাজ আসবে সেখান থেকে আর আপনার মহত্বের কাহিনী জেনে তারা দেশে ফিরে যাবে। আমাদের সম্পর্কের ফলে কালিকটের বাণিজ্যও বাড়বে। রাজা জমোরিন এর জবাবে বলেন আপনি এখান থেকে যা নিতে চান সবই নিয়ে যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে আসা মানুষরা শহরে গিয়ে মনোরঞ্জনও করতে পারেন। কেউ তাদের বিরক্ত করবে না।

কয়েক মাস পর পর্তুগালে ফেরেন ভাস্কো ডা গামা রাজা জমোরিন ভাস্কো ডা গামাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন, যেমন পর্তুগাল কত দূরে? ওই দেশটি কত বড়? সেখানে কি কি ফসল হয়? তাদের কাছে কতগুলো জাহাজ আছে? সেখানকার সেনাবাহিনী কত বড়? ভাস্কো ডা গামা সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে যখন বাইরে বেরোলেন ভাস্কো ডা গামা, তখন তুমুল বৃষ্টি নামল। কোনও মতে একটা ঘোড়া যোগাড় করা হল, কিন্তু সেটার ওপরে কোনও গদি বা জিন কিছুই ছিল না। তাই ভাস্কো ডা গামা ঘোড়ায় না চেপে বৃষ্টিতে ভিজেই হেঁটে হেঁটে ফেরার পথ ধরলেন। কালিকটে কয়েক মাস কাটিয়ে ১৪৯৮ সালের নভেম্বর মাসে পর্তুগালে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ততদিনে ১৯ মাস কেটে গেছে। কালিকট থেকে ভাস্কো ডা গামা গোয়া গেলেন। সেখানে রাত্রিবেলার ভাস্কো ডা গামার জাহাজেও ওপরে হামলা চালানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু ভাস্কো ডা গামা আর তার সঙ্গীরা সেই হামলা প্রতিহত করেন। পর্তুগালের ফেরার পথে ভাস্কো ডা গামা আবারও মালিন্ডিতে থেমেছিলেন। রাজা আবারও তার জন্য জাঁকজমকের মাধ্যমে স্বাগত জানান ভাস্কো ডা গামাকে। সেখানে ১২ দিন কাটিয়ে পর্তুগালের দিকে রওনা হন ভাস্কো ডা গামা। যখন তার জাহাজ কেপ ওয়ার্ডে পৌঁছাল তখনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তার ভাই পাওলো।পরের দিন মারা গেলেন পাওলো। সেখানই ভাস্কো ডা গামা ভাইয়ের অন্তিম সংস্কার করেন।

লিসবঁতে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা ভাস্কো ডা গামা পর্তুগালে পৌঁছানোর আগেই তার সফল অভিযানের খবর সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। যখন ভাস্কো ডা গামার জাহাজ বন্দরে পৌঁছল, তখন গোটা শহর তাকে সম্মান জানাতে সেখানে হাজির ছিল। দূর থেকেই তিনি শুনতে পেলেন দুবার তোপ দাগার আওয়াজ। জাহাজ আরও কাছে আসতেই বন্দর থেকে বারে বারে তোপ দেগে স্বাগত জানানো হল তাকে। জাহাজ থেকে ভাস্কো ডা গামা নামতেই সবার চোখে পড়ল যে তার দাড়ি খুব বড় হয়ে গেছে, চেহারাতেও বিষণ্ণতার ছাপ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আবাস যোজনায় টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগ, পুরসভাকে শোকজ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কাটমানির অভিযোগে এবার দিনহাটা পুরসভাকে কারণ দর্শাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যানকেও শোকজ করেছেন। উন্নয়নমূলক কাজের নামে আবাস যোজনায় টাকা পাওয়া উপভোক্তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা তুলেছে কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভা। রাজ্যের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল এবং স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে, প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সেটা বেআইনি বলে মনে করেছেন প্রধান বিচারপতি।

এজলাসে পুরসভার সাফাই, বেশিরভাগ পুরসভার তহবিল নেই। তাই ওই টাকা চাওয়া হয়েছে নিকটবর্তী রাস্তা, খাল ইত্যাদি বানানোর জন্য। এরপর প্রধান বিচারপতি বলেন, 'অডিট রিপোর্টে উল্লেখ, এভাবে টাকা তোলা সম্পূর্ণ বেআইনি। একই সঙ্গে আদালতে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, 'আবাস যোজনার টাকা রাস্তায় টাকায় কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে?'

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আবাসের টাকা দেওয়ার পরই যেভাবে উন্নয়ন খাতে পুরসভা ২০ হাজার টাকা করে তুলেছে। সেটা বেআইনি। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দফতর টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন এখনও সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি?'

হাইকোর্ট কেন পুরসভার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে না, সেই কারণ দর্শাতে হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি তৎকালীন চেয়ারম্যানকেও জানাতে হবে কেন হাইকোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে না।

"মুখ্যমন্ত্রীর সফরে বিক্ষোভের নামে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর চেষ্টা", কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফরে বিক্ষোভের নামে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর চেষ্টা করতে পারে বাম-অতিবাম এবং বিজেপি সমর্থিত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। ইমেলের মাধ্যমে সেই বিশৃঙ্খলার নীল নকশা তৈরি হচ্ছে।" যার প্রমাণও রয়েছে তাঁর কাছে। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ আনলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণের দাবিকে ভুয়ো বলে চিহ্নিত করে হরেক পোস্ট হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে তার প্রভাব পড়ছে যথেষ্ট। তৃণমূলের দাবি, ভুয়ো খবর, অপপ্রচারের মাধ্যমে লন্ডন সফর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই 'অপচেষ্টা' সফল না হওয়ায় এবার বিদেশের মাটিতে বাংলাকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র করছে কিছু 'অতৃপ্ত আত্মা'।

বৃহস্পতিবার কুণাল সাফ বলেন, 'এই চক্রান্ত কলকাতা ও দিল্লির একাংশ থেকে প্রশ্রয় যাচ্ছে। বাংলাকে বদনামের এই চক্রান্ত হলে গণতান্ত্রিক ভাষাতেই জবাব হবে। যারা আর জি কর নিয়ে পরের পর কুৎসা করেছে, যারা যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলা করে, তাদের ঘরানার বিকৃত মানসিকতার কিছু লোক এখন লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রীর সফরে কিছু করে ছবি তুলে নাটকের পরিকল্পনা করছে। ইমেল, কিছু গ্রুপের মাধ্যমে মিথ্যা বলে প্ররোচনা ছড়ানো হচ্ছে।'

তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ, 'বাম, অতি বাম ও বিজেপির কিছু সমর্থক হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে সামিল। তাদের কিছু নিজস্ব প্রস্তুতির ইমেল হাতে এসেছে। গুটিকতক বিকৃতমস্তিষ্ক ও ভাড়াটে লোক জুটিয়ে এরা বিদেশে বাংলাকে বদনাম করতে চায়।'

কুণাল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকে কোনও সফরে যাচ্ছেন না, যেতে চানও না। কিন্তু বহু আমন্ত্রণ থাকে। বিদেশি বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা বাংলায় আসেন, আমন্ত্রণ করেন যেতে। দু-একটি ক্ষেত্রে সাড়া দিতেই হয়। সেসময় যদি বিকৃত রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে রামবাম কিছু সমর্থক লোক ভাড়া করে, মিথ্যা রটনায় বিশৃঙ্খলা করেন, তা চরম অসৌজন্যের। তবে 'বিকৃত মানসিকতা'র এই ষড়যন্ত্র সফল হবে না বলেই দাবি কুণালের। এই ধরনের কোনও অপচেষ্টা হলে বাংলার মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে এর বিচার করবেন বলে দাবি তাঁর।

সামাজিক মাধ্যমে কুণাল বলছেন, 'যদি বাংলার মেয়ের বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের মডেল তুলে ধরার সফরে কোনওরকম অসভ্যতার চেষ্টা হয়, বাংলায় তার জবাব মিলবে, ভোটে মানুষ বিরোধীদের আরও মুছে দেবেন। কুণালের দাবি, "বাংলার মানুষ গণতান্ত্রিক পথেই জবাব দেবেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সফরে আপত্তিজনক কাজ করে বিদেশে বাংলাকে অপমান সহ্য করবেন না বাংলার মানুষ।"

উল্লেখ্য, আগামী ২১ মার্চ দুবাই হয়ে লন্ডন সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে ভাষণ দেবেন তিনি। একই সঙ্গে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকেও আমন্ত্রণ পত্র এসেছে তাঁর কাছে। লন্ডনের বণিকসভাতেও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কুণালের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর সেই সফরে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা।

চা বাগানের কর্তা খুন উদ্ধার দ্বিখণ্ডিত দেহ

আলিপুরদুয়ার, ২০ মার্চ (হি.স.): চা বাগানে সহকারী ম্যানেজার খুন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ ফাঁসিদেওয়ায় জয়ন্তিকা চা বাগানে উদ্ধার হয়েছে তাঁর দ্বিখণ্ডিত দেহ! এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কে বা কারা, কেন তাঁকে খুন করল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ক্রমেই ঘনাচ্ছে রহস্য। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, মৃত সহকারী ম্যানেজারের নাম নীলাঞ্জন ভদ্র। বয়স ৪৮ বছর। তিনি আলিপুরদুয়ারের হ্যামিলটনগঞ্জের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি চা বাগানে কাজ করছিলেন। তাঁকে চা গাছ প্রুনিং করার কাটারি দিয়ে তাঁকে কোপানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

দেহ উদ্ধারের খবরে ভিড় জমে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি এলাকা ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তমলুকের সভায় বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন শুভেন্দু

পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ মার্চ (হি.স.): বৃহস্পতিবার তমলুকে মিছিল করলেন বিরোধী দলনেতা
শুভেন্দু অধিকারী। তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত হয় এই মিছিল। দোলের দিন তমলুকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হন।

তারই প্রতিবাদে তমলুকে এই মিছিলের ডাক বিজেপির।

বুধবার বারুইপুরে শুভেন্দু অধিকারীকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় কেন পুলিশ নিশ্চুপ ছিল তা নিয়ে এ দিন প্রশ্ন তোলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় আগামী বিধানসভা ভোটের ফলাফলে আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ শুভেন্দু বলেন, "বাংলার সনাতনী সমাজ তখনই মুক্তি পাবে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন হবেন। এই জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনারা হারিয়েছেন। জেলার দুটো লোকসভা আসন নরেন্দ্র মোদীকে দিয়েছেন। শপথ নিন আমরা এই জেলা ১৬টি বিধানসভা আসনেই জিতব। রাজ্যে হব ১৮০ অন্তত। এবার মমতাকে প্রাক্তন করব।" অর্থাৎ একটি কেন্দ্রও যে বিজেপি ছাড়বে না তা স্পষ্ট বলেছেন।

কাছাড় জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের এক দিবসীয় 'উদ্যোক্তা মিট ২০০৪-২৫' সম্পন্ন, সংবর্ধিত ৫০ জন কৃষক

শিলচর (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে আজ এক দিবসীয় 'উদ্যোক্তা মিট ২০০৪-২৫' কার্যসূচি সম্পন্ন হয়েছে। শিলচর মাসিমপুর-অরুণাচল গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর কুমারপাড়ায় অবস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিআর আম্বেদকর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'উদ্যোক্তা মিট ২০২৪-২৫'।

সম্মালনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা কৃষি বিভাগের এডিও আরশমিতা গগৈ, জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ড. বামন তিমুং, ড. মনোরঞ্জন রায়, ড. টমাস টায়া, ড. আনন্দিতা দাস সহ অন্যরা। অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রথমে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কাছাড় জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক ড. মনোরঞ্জন মিশ্র। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা কৃষি বিভাগের এডিও আরশমিতা গগৈ বলেন, কৃষিকাজে আগ্রহী কৃষকদের নিশ্চিত উন্নতি ও বিকাশের জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কৃষকদের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করে কৃষকদের সার্বিক উন্নতির জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকার এগিয়ে এসেছে কৃষকদের সহায়তায়। এতে কৃষকদের ব্যপক উন্নতিও ঘটছে। আগামী দিনে জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও কৃষি বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক ড. বামন তিমুং বলেন, একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়। অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য বিভিন্ন খাবারের চাহিদা মেটাবে।

এদিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন ড. আনন্দিতা দাস, ড. টমাস টায়া, ফার্ম ম্যানেজার স্বগুমসার বসুমতারি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কৃষি বিজ্ঞানী ড. মনোরঞ্জন রায় ও জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর বেবি দাস। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত জেলার ৫০ জন প্রগতিশীল কৃষককে উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে।

মানকরে কাটমানির ভিডিও ভাইরাল, সমাজমাধ্যমে সমালোচনায় সরব শুভেন্দু

দুর্গাপুর,২০ মার্চ(হি.স.): "সাব মার্শিবালের কাজে ভালো লাভ থাকে। তাই অত কম দিলে হবে না।" এমন মন্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবার গলসী-১ ব্লকের মানকর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাটমানি নেওয়ার একটি ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপির বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভিডিওটি সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করে সমালোচনায় সরব হন।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গলসী-১ ব্লকের মানকর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ডালিয়া লাহার টেবিলের উপর এক বাণ্ডিল ৫০০ টাকার নোট রাখা রয়েছে। এক ঠিকাদার তার কাজের কাটমানি বাবদ ৫,০০০ টাকা দিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তবে পঞ্চায়েত প্রধান ডালিয়া লাহা সেই কাটমানি নিতে অস্বীকার করেন এবং জানান যে ওই কাজে ভালো লাভ থাকে, তাই ১০ শতাংশ কাটমানি দাবি করেন তিনি।

ওই ভিডিও প্রথমে বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা নেতা রমন শর্মা পোস্ট করেন। এরপরই শুভেন্দু অধিকারী সেই ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'মমতা ব্যানার্জীর রাজত্বে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রতিটি দফতরই এখন কাটমানির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ঠিকাদারদের কাটমানি দিয়েই কাজ করতে হচ্ছে, যার ফলে বরাদ্দ কমে যাওয়ায় কাজের মানও খারাপ

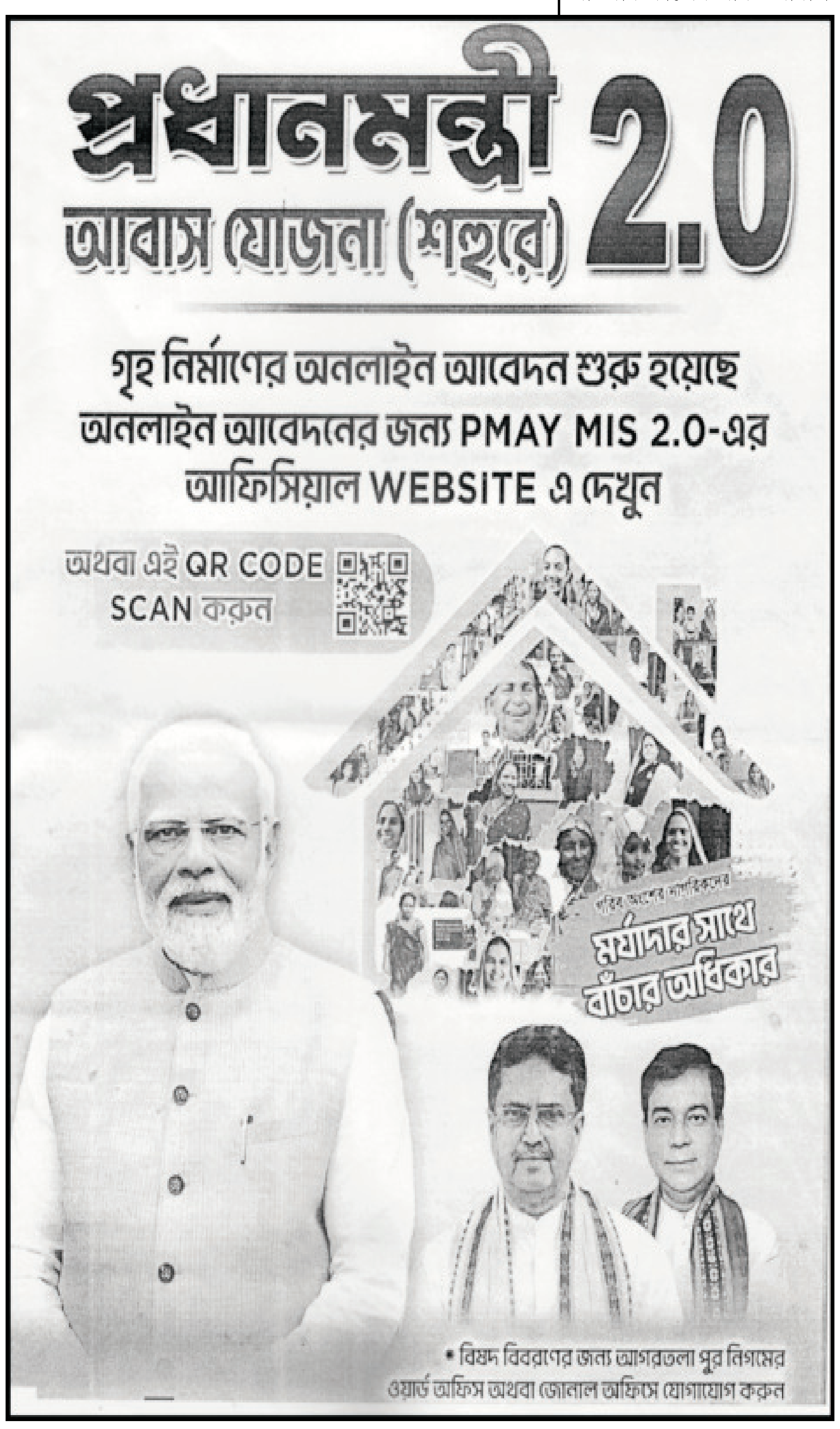

ORDER

WHEREAS, a communication has been received from the Superintendent of Police, Sepahijala District, Bishramganj vide No.4403-07/F.4(67) SP/DIB/SPJ/BRG/2025 dated, 07/03/2025 for imposition of restriction on movement of people in IBB areas U/S 163 BNSS for next 3(three) months along Indo- Bangladesh International Border under Sepahijala District, Tripura.

AND

WHEREAS, it is requested to promulgate a prohibitory order U/S 163 BNSS imposing restriction on the movement of people in bordering areas of Bishalgarh and Sonamura Sub-Division of Sepahijala District (within 500 mtrs of the Indo- Bangladesh Border) between 8.00 P.M of preceeding day to 5. A.M of succeeding day for the next 03 (three) months within the jurisdiction of Sepahijala District.

AND

WHEREAS, I Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj, am satisfied with the proposal and consider that there are sufficient grounds for imposing restriction on movement during odd hours i.e. between 8.00 P.M of preceeding day to 5. A.M of succeeding day along Border areas to prevent danger to human life, public property and tranquillity for the next 3(three) months w.e.f. 13/03/2025 within 500 mtrs. of the Indo-Bangladesh Border of Bishalgarh and Sonamura Sub-Division of Sepahijala District.
NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me U/S 163 BNSS. 2023, I Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj, hereby prohibit movement of people (between 8.00 P.M of preceeding day to 5. A.M of succeeding day within the strip of area falling within 500 (Five Hundred) metres along Indo-Bangladesh International Border of entire Bishalgarh and Sonamura Sub- Division of Sepahijala District for the next 3(three) months w.e.f.
13/03/2025.
HOWEVER, this prohibitory order shall not be applicable to the: -
1. Movement of Military/ Paramilitary force and State Police personnel engaged in maintenance of Law and Order duty.
2. Movement of the members of public authorized by the S.P, Sepahijala and SDMS of Sonamura and Bishalgarh Sub- Division.
3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties.
4. Movement of patients requiring immediate medical treatment.
In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquility, this order is passed ex-parte.
2023,
Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of BNS,
Cont
The above restriction shall come into force with effect from 13th March, 2025 and shall remain in force up to 12th June, 2025.
Given under my seal and signature, this day...!!....Manch,..2025.
ICA/D/2037/25

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, LAS)
District Magistrate & Collector
Sepahijala District, Bishramganj.

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:-24/EE/WRD-II/2024-2025 Dated 17-03-2025.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 120 /SE/WRC-I/DNIeT/ 2024-25.	Rs.1,42,85,322.00	Rs.2, 85,706.00	180 (One hundred eighty) days	Rs.4000.00
2	DNIeT No: 121 /SE/WRC-I/DNIeT/ 2024-25.	Rs.1, 36,93,467.00	Rs.2, 73,869.00	180 (One hundred eighty) days	Rs.4000.00
3	DNIeT No : 12/ACE/P&DU/PWD(WR)/DNIeT /24-25	Rs.1,52,35,857.00	Rs.3, 04,717.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
4	DNIeT No : 11/ACE/P&DU/PWD(WR)/DNIeT /2024-2025	Rs.1,52,46,596.00	Rs.3,04,932.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
5	DNIeTNo: 30/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/DNIeT/2024-25	₹2,44,39,658.00	₹4,88,793.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
6	DNIeTNo: 32/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/DNIeT/2024-25	₹2,52,40,808.00	₹5,04,816.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
7	DNIeTNo: 28/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/ DNIeT/2024-25	₹2,82,00,381.00	₹5,64,008.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
8	DNIeT No: 33/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/DNIeT/2024-25	₹7,60,75,545.00	₹ 15,21,511.00	730 (seven hundred thirty)days	Rs.10,000.00
9	DNIeTNo: 29/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/ DNIeT/2024-25	₹2,42,49,334.00	₹4,84,987.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
10	DNIeTNo: 31/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/DNIeT/2024-25	₹2,86,41,900.00	₹2,72,838.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.8000.00
11	DNIeT No: 100 /EE/WRD-II/2024-25.	Rs.18,98,176.00	Rs.37,964.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.1000.00
12	DNIeT No: 119/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25.	Rs.58, 93,024.00	Rs. 1,17,860.00	180 (one hundred eighty)days	Rs.4000.00

Last Date of bidding for bids 03-04-2025 upto 15.00 Hrs.
Opening of Bid on 03-04-2025 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-4470/25

(Er. Parimal Debnath), Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

AUCTION NOTICE

In Pursuance of the order of Ld. Court in C/W Case No. PRC (WP) 89 of 2022, The Sub-Divisional Magistrate, Sonamura, Sepahijala Tripura invites applications in prescribed format. by 28/03/2025 between 11:00 am to 4:00 pm. In the premises of Khedabari Tehsil for auction sale of household assets of Billal Hossain, S/o Lt- Abdul Rahim of Aralia PS- Sonamura, Dist-Sepahijala Tripura.
The application format would be provided at Khedabari Tehsil, Description of the immovable property to be auctioned are shown below:-

Village with J.L No	Description of immovable property
T.K: Khedabari Mouja- Aralia	Khatian No.909 Hal No. 1687/3672 Area: 0.08 acres Class: Bastu Tilla Owner name- Billal Hossain S/o Lt- Abdul Rahim

1) The bid will be confirmed in favour of the person quoting the highest rate in respect of the immovable property of Billal Hossain S/o Lt- Abdul Rahim, of Aralia, PS- Sonamura, Dist-Sepahijala Tripura.
11) At the time of auction, no bidder shall be permitted to bid for said assets for an amount less that the reserve price of the particular assets.
On final acceptance of the bid, the full amount of the bid is to be deposited by the highest bidder on the spot by way of Cash/DD/Pay order. On such deposited, assets will be handed over to such person.
iv) Reserve price of the assets is mentioned above.
v) Undersigned Reserves the right to cancel this Auction Notice at any point of time. without assigning any reason.
ICA/C-4464/25

Sub-Divisional Magistrate
Sonamura: Sepahijala District.

হরেকরকম

গরমে ঢক ঢক করে পান করুন বাটার মিল্ক

গ্রীষ্মের খর বেলায় ঠান্ডা শরবত পানের মজাই আলাদা! অনেকে আবার গরমকালে কোল্ড ড্রিংকস পান করতেও ভালোবাসেন। তবে এই ধরনের পানীয় অনেকক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর হয় না। বিশেষ করে সফট ড্রিংকসে থাকে প্রচুর মাত্রায় ক্যালোরি আর ফ্যাট। অথচ আমাদের হাতের কাছেই এমন এক দেশীয় পানীয় রয়েছে যা পান করলে তরতাজা তো লাগেই, তার সঙ্গে মেলে একাধিক স্বাস্থ্যগুণ।

বাটারমিল্ক বা ছাঁচ হল এমনই এক পানীয়। ছাঁচ পানের পরেই শরীর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে। শরীর ও মনে মেলে প্রশান্তি। এই চমতার পানীয়টি তৈরি করাও সোজা। দুধ থেকে মাখন তৈরির পর যে অংশটি বেঁচে থাকে তা দিয়েই বানিয়ে নেওয়া যায় সুস্বাদু এবং উপকারী পানীয়টি। এই পানীয়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোবায়োটিক যা হজম ক্ষমতা যেমন বাড়ায় তেমনই বহু রোগও দূরে রাখে। প্রশ্ন হল, আর কী কী উপাদান রয়েছে বাটার মিল্ক-এ যার কারণে পুষ্টিবিদরা বারংবার ছাঁচ পানের পক্ষে সওয়াল করছেন? দেখা যাক।

পুষ্টিবিদরা বলছেন বাটার মিল্ক-এ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন। ফলে বাটার মিল্ক পানে পেশির জোর বাড়ে। এছাড়া শরীরে কোনও ক্ষত তৈরি হলে তা দ্রুত পূরণ করতেও সাহায্য করে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। এছাড়া ছাঁচে রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায় ক্যালশিয়াম। ফলে নিয়মিত বাটার মিল্ক পানে হাড় ও দাঁতের জোর বাড়ে। এক গ্লাস বাটার মিল্ক -এ থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোবায়োটিক বা উপকারী ব্যাকটেরিয়া। ফলে যে কোনও খাদ্য দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে। এছাড়া প্রবায়োটিক কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে। দূর করে কোষ্ঠ্যকাঠিনের সমস্যাও। আর কী রয়েছে বাটারমিল্ক-এ? আছে চোখের পক্ষে উপকারী ভিটামিন এ। আর আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করতে, কিডনি ভালো রাখতে, ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপযোগী বেশ কিছু খনিজ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন এক গ্লাস ছাঁচ খেলে হারানো স্বাস্থ্য যেমন দ্রুত ফিরে পাওয়া যাবে, তেমনই রোগবালাইও পালানোর পথ পাবে না। ডায়েটিশিয়ানরাও বারং বার বাটার মিল্ক পান করতে বলছেন এই গ্রীষ্মে। কারণ, বাটার মিল্ক-এ রয়েছে বি ভিটামিন যেমন রাইবোফ্ল্যাভিন যা দেহে প্রোটিনকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

দুধের বিকল্প?

বহু লোকের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে। ফলে দুধ খেলেই তাঁদের ডায়ারিয়া হয়। এই ধরনের লোকেরা ক্যালশিয়াম এবং প্রোটিনের অভাবে ভুগতে পারেন। এমন ব্যক্তিদের জন্য দুধের বিকল্প খাদ্য হল ছাঁচ। কারণ ছাঁচে ল্যাকটোজ থাকে না। অথচ প্রোবায়োটিক থাকার কারণে ছাঁচ হজম করতে কোনও সমস্যাই হয় না। এছাড়া ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকায় অম্বলের সমস্যাও প্রতিহত করে। তাই খাবার খাওয়ার একঘণ্টা বাদে একগ্লাস ছাঁচ অবশ্যই পান করুন। বাচচা তো বটেই, বয়স্করাও নিশ্চিন্তে ছাঁচ খেতে পারেন। কোলেস্টেরল কমায়! হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য বাটার মিল্ক-এর কোনও বিকল্প নেই। কারণ হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী থাকে যে কোলেস্টরল তার মাত্রা কমাতে পারে নিয়মিত বাটার মিল্ক-এর সেবন। কারণ ১০০ গ্রাম বাটার মিল্ক-এ থাকে মাত্র ০.৫ গ্রাম স্যাচুরেটেড ফ্যাট। দুধে কিন্তু ফ্যাটের মাত্রা থাকে অনেক বেশি। ফলে দুধের বদলে ছাঁচ পান করলে দেহে ফ্যাট প্রবেশ করে সামান্য। পেটও ভরতি থাকে। তাই যখনতখন উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত উলটোপালটা খাদ্য, ভাজাভুজি খাওয়াও কম হয়। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। এছাড়া ফ্যাটের মাত্রা কম থাকার জন্য ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

কীভাবে বানাবেন ছাঁচ?

উপাদান- ক্রিম, জল, পুদিনা পাতা, ধনে গুঁড়ো, বিট নুন, আদা, গোলমরিচ।

পদ্ধতি - এক কাপ ক্রিম নিয়ে তা এক গ্লাস জলে ঢেলে চামচ দিয়ে গুলতে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রিম থেকে ফ্যাট অংশটি আলাদা হয়ে জলের উপরে ভেসে উঠবে। ওই ফ্যাট বাদ দিয়ে বাকি অংশ ছেঁকে নিন। এই হল আপনার বাটার মিল্ক। এবার ওই বাটার মিল্ক-এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন পুদিনা পাতা, ধনে গুঁড়ো, বিট নুন, আদা, গোলমরিচ। গ্রীষ্মের দুপুরে দু'কুচি বরফ দিয়ে নিশ্চিন্তে পান করুন।

মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করলে তবেই কি রেটিনলযুক্ত ক্রিম মাখা উচিত?

একটা বয়সের পর ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা মন থেকে মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। জেল্লা হারানো ত্বকের যত্নে ইদানীং "রেটিনল" নামক একটি অ্যাসিডের প্রয়োগ দেখা যায় বেশি। যা আসলে এক প্রকার রাসায়নিক। তবে ত্বকের জন্য তা খুব একটা ক্ষতিকর নয় বলেই জানান চিকিৎসকেরা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে আসার পাশাপাশি মুখের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে "রেটিনল" যুক্ত ক্রিম, ইমালশন বা সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই।

তবে এই অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেই ত্বকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকেই বলেন, কমবয়সে এই অ্যাসিড মুখে মাখা যায় না। আবার অনেকের ধারণা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম মাখলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তবে যে কোনও রাসায়নিক ব্যবহারেরই তো ভাল-মন্দ রয়েছে। তা ছাড়া কার ত্বকে কতটা পরিমাণ রেটিনল প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন কি না, তা না জেনে বা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ না নিয়ে এই প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত নয়। রেটিনল কি? তবে অনেকের মনেই এই "রেটিনল" নামক অ্যাসিডটি নিয়ে মনে বেশ ভয় কাজ করে। এই অ্যাসিডের মূল উপাদান হল ভিটামিন এ। যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে, ত্বক মসৃণ করতে, দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। তবে বয়স এবং ত্বকের ধরন অনুযায়ী রেটিনলের মাত্রা কেমন হবে, তা নির্ধারণ করতে পারেন বিশেষজ্ঞরাই। তাই তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কখনওই এই ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু রেটিনলের ব্যবহার নিয়ে ভুল ধারণা মনে পুষে রাখাও ঠিক নয়। কোন বয়স থেকে মাখতে শুরু করবেন রেটিনল? মুখে বয়সের ছাপ প্রতিরোধ করতে অনেকেই ৩০-এর পর থেকে রেটিনল মাখতে শুরু করেন। কিন্তু চিকিতকেরা বলছেন, যাঁদের অকালে বয়সের ছাপ পড়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার শুরু করার বয়সটা ২৫ হলেই ভাল। ব্যবহারের আগে কী কী জেনে রাখা ভাল? স্পর্শকাতর ত্বকের ক্ষেত্রে রেটিনল একেবারেই নিষিদ্ধ। ত্বক জ্বালা করা, অস্বস্তি হওয়া, র্যাশ বেরোনোর মতো সমস্যা হতেই পারে। তবে একান্তই যদি এই জাতীয় প্রসাধনী মাখতে হয়, সে ক্ষেত্রে পরিমাণের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সপ্তাহে এক দিনের বেশি এই অ্যাসিড ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন চিকিৎসকেরা। তবে এই অ্যাসিড সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায় না। তাই ক্রিম, ইমালশন বা সিরামে কত শতাংশ রেটিনল রয়েছে, তা দেখে ব্যবহার করা যেতে পারে। রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী কখন মাখবেন? এই ধরনের প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করাই ভাল। যে কোনও ধরনের অ্যাসিড, রোদের সংস্পর্শে এলে তা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। রেটিনলযুক্ত ক্রিম কি শুধু মুখেই মাখবেন? মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হলেও গলা বা হাতের চামড়াও কিন্তু কুঁচকে যেতে পারে। খুব একটা চোখে পড়ে না বলে অনেকেই বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখের পাশাপাশি হাত, গলা এবং ঘাড়েও কিন্তু এই রেটিনল দেওয়া প্রসাধনী মাখতে হবে।

প্লাস্টিকের কাপে চা খান ? রোগের আশঙ্কা তুঙ্গে

বর্তমানে চায়ের দোকানগুলিতে এখন কাচের গ্লাসের বদলে ব্যবহার হচ্ছে কাগজের কিংবা প্লাসটিকের কাপ। কাচের গ্লাস পরিষ্কার করা, যত্ন করে রাখা, এসবের ঝক্কি অনেক ! আর এদিকে কাগজের কাপ বা প্লাস্টিকের কাপের ক্ষেত্রে এত ঝামেলা নেই। তাই তো চায়ের দোকানে এমন কাপের ব্যবহার দিনে দিনে বাড়ছে। কিন্তু জানেন কি, এর থেকে কতটা ক্ষতি হতে পারে ? গবেষণায় বলছে কাগজের কাপে থাকে হাইড্রোফোবিক ফিল্ম নামে এক ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টিক। যাতে গরম চা ঢাললেই সেই প্লাস্টিকের কণা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিশে যায় চায়ে। গবেষকরা জানাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় কয়েক হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক মিশে যেতে পারে আপনার সাধের চায়ে। আর তার থেকে বিপত্তি বাড়তে পারে। বিশেষ করে একাধিক রোগের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা বাড়ে। মাটির ভাঁড়ের বদলে যে হারে প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার আমাদের দেশে শুরু হয়েছে, তাতে আমাদের শরীর রোগমুক্ত রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক বেশি। আর তা থেকেই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। সাম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বিশ্বে ক্যানসার বিস্তারের পরিসংখ্যান অনুসারে চিন ও আমেরিকার পরই ভারতের স্থান। প্রতি বছরই আমাদের দেশে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ৪.৫ থেকে ৫ শতাংশ হারে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, ক্যানসারের একটা অন্যতম কারণ হল যথেচ্ছ পরিমাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার। বিশেষ করে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে রাস্তার খাবারের দোকান! জলের বোতল থেকে শুরু করে চায়ের কাপ, সবেতেই প্লাস্টিক। নামী-দামি রেস্তোঁরা বা কফি শপেও আকছার প্লাস্টিকের ড্রিঙ্ক পট দেখা যায়। আর এ সবের হাত ধরে এমন মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। প্লাস্টিকের চায়ের কাপ থেকে মুখে এবং লিভারে ক্যানসার ছড়াতে পারে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের মুখ্য গবেষকরা তেমনটাই জানিয়েছে। তাঁদের মতে, চায়ের কাপ মূলত মাইক্রোপ্লাস্টিক দিয়েই তৈরি হয়। এর মধ্যে যে টক্সিক পদার্থ, বিসফেনল রয়েছে, তা ক্যানসারের অন্যতম কারণ। মহিলাদের ইস্ট্রোজেন হরমোনের কার্যকারিতাও কমায় এই ক্ষতিকারক উপাদান। অন্যদিকে পুরুষদের শুক্রাণু কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বিসফেনল। মাটির ভাঁড়ের তুলনায় প্লাস্টিকের কাপ সস্তা ও সহজলভ্য। তবে এই ধরনের কাপ তৈরি করতে যে সব উপাদান ব্যবহার করা হয় তা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শ্বাসকষ্ট, অটিজম থেকে শুরু করে স্তন ক্যানসারের মতো ভয়াবহ অসুখ ছড়াতে পারে এর থেকেই। তাই সময় থাকতে থাকতে সাবধান হন। প্লাস্টিকের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া এড়িয়ে যান। না হলে কিন্তু বিপদ !

চায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর "টা" হতে পারে ভুট্টার কাটলেট

কাটলেট মানেই মাছ বা মাংস হতে হবে, এমন তো নয়। স্বাস্থ্যকর, খেতে ভাল এমন খাবার কি নিরামিষ কিছু হতে পারে না? পুষ্টিবিদেরা বলেন, একটা বয়সের পর প্রাণিজ প্রোটিনের উপর নির্ভর না করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে। এ ছাড়া যাঁরা মাছ, মাংস খান না, তাঁদের জন্যও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন প্রয়োজন। এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অন্যতম একটি উত হল ভুট্টা। ভুট্টা মানেই তো "পপকর্ন" বা ভুট্টা সেদ্ধ নয়। চায়ের আসরে ভুট্টা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন স্বাস্থ্যকর অথচ মুখরোচক খাবার ভুট্টার কাটলেট।

উপকরণ

ভুট্টার দানা: ৩ কাপ
সেদ্ধ করা আলু: ১টি
পেঁয়াজ কুচি: ২ টেবিল চামচ
ক্যাপসিকাম কুচি: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা কুচি: ২ চা চামচ
আদা বাটা: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গরম মশলা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
তেল: ভাজার জন্য
পাউরুটির গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ

প্রণালী

১) প্রথমে ভুট্টা মিক্সিতে বেটে নিন। ২) এ বার একটি পাত্রে ভুট্টা বাটার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ৩) এই মিশ্রণের মধ্যে পাউরুটির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। ৪) এ বার মিশ্রণ থেকে পরিমাণ মতো নিয়ে কাটলেটের মতো চৌকো বা গোল করে গড়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে বাদামি করে ভেজে নিন কাটলেটগুলি। ৫) সস কাসুন্দি এবং স্যালাড সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুট্টা বা কর্ন কাটলেট।

মুখরোচক খাবার থেকে মিষ্টিমুখ

বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়লে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। সম্পর্কের সমীকরণ যেমনই হোক, বাড়িতে কেউ এলে খালি মুখে তো আর যেতে দেওয়া যায় না। আগে থেকে কেউ জানিয়ে এলে সুবিধা হয় বটে। খাবারদাবারের আয়োজন করে রাখা যায়। কিন্তু আচমকা কেউ চলে এলে, বাড়িতে যা থাকে, তা-ই দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয়। তবে বাড়িতে যদি পাউরুটি থাকে, তা হলে চিন্তা না করলেও হয়।

অতিথিকে পাউরুটি খাওয়াতে আপত্তি থাকতে পারে অনেকেরই। কিন্তু পাউরুটি দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় মনপসন্দ কিছু খাবার। রইল তেমন কিছু পদের খোঁজ।

উপমা

অতিথিকে চমকে দিতে সুজির বদলে পাউরুটি দিয়েই উপমা বানিয়ে নিতে পারেন। বানানো সহজ। সময়ও কম লাগে। উপকরণ বলতে সর্ষে, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ আর কুচনো পেঁয়াজ। পাউরুটিগুলি চৌকো করে কেটে নিয়ে বানিয়ে ফেলুন উপমা। চটজলদি এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর হবে না।

পাউরুটি পিতা কোনও খুদে সদস্য থাকলে তাকে খুশি করতে পাউরুটি দিয়েই পিতা বানিয়ে দিন। তিন কোণা আকারে পাউরুটি কেটে সেঁকে নিয়ে উপরে চিজ, অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্স, গোলমরিচ ছড়িয়ে অভেনে এক বার বেক করে নিলেই তৈরি মজাদার এই পিতা।

দোসা পাউরুটি দিয়ে কিন্তু দোসাও বানাতে পারেন। এই দোসার পুর বানাতে পারেন দই, স্ক্র্যাম্বেলড এগ দিয়ে। তার পর স্লাইস পাউরুটিকে দু''ভাঁজ করে পুর ভরে দিয়ে অল্প তেলে ভেজে নিলেই দোসা তৈরি।

পাউরুটির হালুয়া শুধু নোনতা নয়, পাউরুটি দিয়ে মিষ্টিমুখও হতে পারে। পাউরুটি দিয়ে বানান হালুয়া। পাউরুটি ঘিয়ে ভেজে তার মধ্যে দুধ ঢেলে দিয়ে ফুটিয়ে নিন। তার মধ্যে কাজু, পেস্তা, কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। খেতে দারুণ হবে। পাউরুটির পুডিং লোভনীয় পুডিং তৈরি করতে পারেন পাউরুটি দিয়ে। দুধের সঙ্গে পাউরুটি ফুটিয়ে একেবারে থকথকে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিন। তার মধ্যে ড্রাই ফ্রুটস, চকোলেট সস পেস্তা, দারচিনি ছড়িয়ে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। ঠান্ডা ঠান্ডা পুডিং বেশ ভাল লাগবে।

টাটকা, সতেজ খাবারের আলাদা স্বাদ থাকে

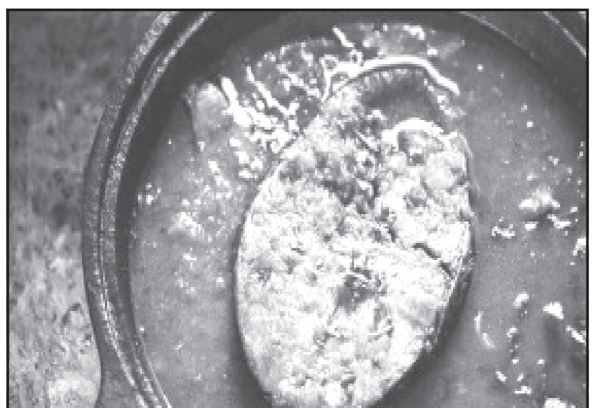

মাংস হোক কিংবা মাছ, স্বাদ যদি ভাল না হয় মুখে রোচে না কোনও খাবারই। রাঁধুনি না কি মশলা, আসলে রান্না ভাল হয় কার গুণে, তা বোঝা দায়। রান্নায় হাতযশ আছে এমন অনেকেই খাবারে ঠিকঠাক স্বাদ আনতে পারেন না। আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল-মশলা দেওয়া সত্ত্বেও রান্না ভাল হয় না। আমিষ রান্না কিন্তু সহজ নয়। স্বাদ এবং গন্ধে রান্না সেরা হয়ে উঠবে তখনি, যখন কয়েকটি ভুল এড়িয়ে চলবেন।

ভাল করে না ধোয়া

মাংস, মাছ তো বটেই এমনকি ডিমও রান্নার আগে ধুয়ে নিতে হবে। এই খাবারগুলিতে একটা কড়া আঁশটে গন্ধ লেগে থাকে। ঠিক করে পরিষ্কার না করলে রান্নার পরেও সেই গন্ধ সহজে যেতে চায় না। তাই রান্নার আগে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন।

ম্যারিনেট না করা

সময় বাঁচাতে অনেকেই ম্যারিনেট করেন না। এতে হয়তো কম সময়ে রান্না করে নেওয়া যায়। কিন্তু স্বাদের এ দিক-ও দিক হয়। তাই মাংস তো বটেই, এমনকি কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে মাছও ম্যারিনেট করে রাখা যায়। ম্যারিনেট করে রাখলে রান্নার সময়ে তেল-ঝাল-মশলা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবারের মধ্যে ঢোকে।

খারাপ মানের মাছ, মাংস

বাজার থেকে কেনার আগে দেখে নেওয়া জরুরি যেগুলি কিনছেন, সেগুলি আদৌ টাটকা কি না। টাটকা, সতেজ খাবারের আলাদা স্বাদ থাকে। রান্নার পরেও মুখে লেগে থাকে সেই স্বাদ। বরফচাপা মাছ কিংবা আগের দিনের কেটে রাখা মাংস কখনও কিনবেন না।

বেশি ক্ষণ কষানো অনেকেরই ধারণা আছে যে, বেশি ক্ষণ কষালে বোধ হয় স্বাদ বাড়ে। এ ধারণা একেবারে ভুল। কারণ, বেশি আগুনের তাপে কোনও খাবার রাখলে আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেদ্ধ হয়ে গেলে আর বেশি ক্ষণ কষানোর দরকার পড়ে না।

কাজুবাদাম খেলে ওজন বেড়ে যায়

চিঁড়ে হোক বা গোবিন্দভোগ চাল, পোলাও রান্নায় হাত টেনে কাজুবাদাম দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। কিন্তু যাঁরা ওজন ঝরানোর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে কাজু ব্রাত্য। স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে খাবার খেলেও তার মধ্যে বিভিন্ন রকম বাদাম রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। তাঁদের মতে, এই বাদামের স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

ওজন কমাতে গিয়ে এমন অনেক খাবারই বাদ দিতে হয়, যার মধ্যে চর্বি বা ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। অথচ গ্লুকোজ বা শর্করা ছাড়াও এই চর্বিজাতীয় খাবার থেকেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শক্তি উতন্ন হয়। যা সারা দিনের বিভিন্ন রকম কাজে এনার্জি জোগায়। তাই কাজুবাদাম খেলেই যে ওজন বেড়ে যাবে, এমন ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আবার, ওজনে প্রভাব ফেলবে না জেনে মুঠো মুঠো কাজুবাদাম খেয়ে ফেলাও কিন্তু কাজের কথা নয়। কাজুবাদাম খেতে হবে, তবে পরিমিত পরিমাণে। সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চাও করতে হবে। ওজন ঝরানোর মূল কথা হল ক্যালোরি পোড়ানো। যে খাবারই খান না কেন, সেখান থেকে শোষিত পুষ্টিগুণ সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে না পারলে ওজন ঝরানো সম্ভব নয়। শক্তির জোগান দেওয়া ছাড়াও আর কোন কোন উপকারে লাগে কাজুবাদাম? ১) কাজুবদামে প্রোটিনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এই প্রোটিন শক্তির জোগান দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও কাজুতে রয়েছে ভিটামিন সি, বি১ এবং বি৬। তাই পরিমিত পরিমাণে কাজু খাওয়া যেতেই পারে। ২) কাজুবাদামে রয়েছে কপার, আয়রন, ম্যাগলেশিয়াম, জিঙ্ক এবং পটাশিয়ামের মতো অত্যন্ত জরুরি কিছু খনিজ। যে খনিজগুলি শারীরবৃত্তীয় নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত। ৩) মন ভাল রাখতে সাহায্য করে সেরেটোনিন হরমোন। কাজুতে রয়েছে "ট্রিপটোফ্যান" নামক এক প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড, যা এই "সেরেটোনিন" হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে।

৪) উদ্ভিজ্জ সমস্ত খাবারের মধ্যে কাজুতে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট আসলে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।

৫) কাজুবাদামে রয়েছে "প্রোঅ্যান্থোসায়ানিডিন" নামক এক ধরনের ফ্ল্যাভোনল। যা আসলে ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। চিকিতকেরা বলেন, সাধারণ মানুষের প্রতি দিন গড়ে ১৫০ মিলিগ্রাম ফ্ল্যাভোনল শরীরে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতি দিন ৫ থেকে ৬টি কাজুবাদাম খেলে ওই পরিমাণ ফ্ল্যাভোনল পাওয়া যায় সহজেই।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত একটি রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্যরা।

ধর্ষণ-খুনের মামলায় সিজিওতে হাজিরা দিলেন আর জি করের চার নার্স

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডের তদন্তে তলব করেছিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন আর জি কর হাসপাতালের চার জন নার্স। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ওই চার জনকে বেশ কিছু ক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ঘটনার দিন কর্তব্যরত ৭ জন নার্সকে তলব করে এজেন্সি। আজ হাজিরা দিলেন অর্থোপেডিক বিভাগে সেদিন কর্মরত সায়নী চক্রবর্তী। অপর ৩ জন নার্স চেস্ট মেডিসিন বিভাগের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শম্পা দাস। এই শম্পা দাসের মোবাইলের একটি ভিডিয়ো নিয়েই বিস্তর জল্পনা উঠেছিল।

তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে সেই রাতের একটি ভিডিয়ো ছিল, যেটি তিনি মুছে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা নিয়ে বিস্তর জল্পনা ছড়ায়। আন্দোলন পর্বে অনেকেই তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে খবর। কিন্তু তিনি বরাবরই নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন।

তিলোত্তমার বাবা-মা প্রথম থেকেই অভিযোগ করছিলেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে সে রাতে যে সমস্ত চিকিৎসক-নার্সরা কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে হয়নি। তাঁদের বয়ানকে আইনের পরিধিতে আনা হয়নি। নির্দিষ্ট করে নার্স-চিকিৎসকদের নাম বলেছিলেন তিলোত্তমার বাবা-মা। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

সেই ঘটনার প্রতিবাদে দীর্ঘ দিন অনশন এবং কর্মবিরতি চালিয়ে গিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত।

তবে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত। তাঁদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

রাজস্থানের একই পরিবারের ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

বিকানের, ২০ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানের বিকানেরের বল্লভ গার্ডেন এলাকার একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ ঘরের ছাদের হুকে ঝুলতে দেখা যায়, আর তার স্ত্রী ও মেয়ের দেহ মেঝেতে পড়ে ছিল। প্রাথমিক তদন্তে এটি একটি সম্মিলিত আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, গত ২-৩ দিন ধরে ওই পরিবারের সদস্যদের দেখা যায়নি। বুধবার রাতে বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বল্লভ গার্ডেনে চিরাগ হোটেলের সামনের রাস্তা থেকে প্রায় ৩০০ মিটার ভিতরে নিতিন খত্রি (৫০)-র বাড়ি। ওই বাড়িতেই তিনি স্ত্রী রজনী (৪৫) ও মেয়ে জেসিকা (১৮)-র সঙ্গে থাকতেন। পুলিশ পৌঁছে দেখে, নিতিনের মৃতদেহ ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে, আর স্ত্রী ও মেয়ের মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ৩ টি দেহ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে নিতিন তার স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করে পরে নিজেই আত্মঘাতী হয়।

বেআইনি নির্মাণ রুখতে রাজ্য সরকারকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): বেআইনি নির্মাণ রুখতে রাজ্য সরকারকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ওয়াটগঞ্জের একটি বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছে।

আদালত জানায়, ১৬ মে'র মধ্যে ওই বাড়ি খালি না-হলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে, কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক আধিকারিকের হলফনামা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মন্তব্য, অভিযোগের বিষয়ে নিরপেক্ষ রিপোর্ট দেওয়ার বদলে ওই অফিসার অভিযুক্তের পক্ষ নিয়ে কাজ করেছেন। আদালত তাঁকে সাসপেন্ড করারও নির্দেশ দেয়।

রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "থানার বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে। তারা মামলাকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। দুর্নীতি দেখলে কিছু পদক্ষেপ করুন। তাতে আগামী দিনে অন্যেরা ভয় পাবেন!" আগামী ১৬ মে'র মধ্যে ওয়াটগঞ্জের ওই বাড়ি খালি না-হলে পুলিশকে পদক্ষেপ করার জন্যও বলেছে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে ছবি দেখিয়ে জানাতে হবে যে ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ হয়েছে।

হাই কোর্টের কড়া বার্তা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না-করলে ভবিষ্যতে এমন বেআইনি কাজ বাড়বে। রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করে আদালত জানিয়েছে, বেআইনি নির্মাণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ভাঙার ছবি জমা দিতে হবে আদালতে।

বেশ কিছু বছর ধরে তপশীলি জাতির সাক্ষরতা বৃদ্ধি হচ্ছে : জুয়েল ওঁরাও

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): বেশ কিছু বছর ধরে তপশীলি জাতির সাক্ষরতা বৃদ্ধি হচ্ছে, এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওঁরাও। কেন্দ্রীয় আদিবাসী মন্ত্রী জুয়েল ওঁরাও বলেছেন, তপশীলি জাতির মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা বাড়াতে সরকার বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প রূপায়নের কাজ হাতে নিয়েছে। দেশের সাধারণ সাক্ষরতার হারের চেয়ে আদিবাসীদের মধ্যে এই হার কম।

লোকসভায় বৃহস্পতিবার এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওঁরাও বলেন, বেশ কিছু বছর ধরে তপশীলি জাতির সাক্ষরতা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং সাধারণ হারের সঙ্গে ফারাক ক্রমশ কমছে। স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা মন্ত্রক, ২০১৮-১৯ সাল থেকে সমগ্র শিক্ষা অভিযান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্কুলশিক্ষার সমস্ত স্তরে লিঙ্গ এবং সামাজিক বিভেদ রেখা মুছে দিতে সচেষ্ট রয়েছে।

স্পেসএক্স-এ অসম-সন্তান ভবানী ভি শর্মা, সুনিতা উইলিয়ামসকে ফিরিয়ে আনতে নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

গুয়াহাটি, ২০ মার্চ (হি.স.) : অসমের দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড়ের আদি-বাসিন্দা ভবানী ভি শর্মা মহাকাশচারী সুনিতা উইলিয়ামসকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে স্পেসএক্স-এর সফল মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইতিহাস রচনা করেছেন।

অসম-সন্তান ভবানী ভি শর্মা স্পেসএক্স-এর একজন সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মিশনের প্রযুক্তিগত দিকগুলির সমন্বয় রক্ষা করার পাশাপাশি মসৃণ এবং নিরাপদ অবতরণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

অসম থেকে মহাকাশ প্রযুক্তির উচ্চপদে নিয়োজিত ভবানী শর্মার যাত্রা প্রচুর অনুপ্রেরণাদায়ক। আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করে পরবর্তীতে যোরহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করেছেন শর্মা। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও পড়াশোনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান ২০০5 সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রযুক্তি এবং মহাকাশে তাঁর অসাধারণ ক্যারিয়ারের ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি।

সেখানে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে ভবানী ভি শর্মা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। ২০০৬ সালে মাইক্রোসফটে একজন টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। ওই বছরের জানুয়ারিতে স্পেসএক্স-এ যোগদানের আগে বিভিন্ন নেতৃত্বের ভূমিকায় কাজ করেন। মহাকাশচারী সুনিতা উইলিয়ামস সংক্রান্ত সর্বশেষ মিশনে দক্ষতা এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি তাঁর কর্মজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

স্পেসএক্স-এর হাই-প্রোফাইল মিশনে ভবানী শর্মার অবদান কেবল তাঁর পরিবার এবং বন্ধুদেরই গর্বিত করেনি বরং অসমের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকৌশলী এবং পেশাদারদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন। তাঁর সাফল্য রাজ্যের প্রতিভার বিশ্বব্যাপী সম্ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহাকাশ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসমের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে আরও মজবুত করেছে।

PNIeT-09/E.E/Div.-IV/AMC/24-25 Date : 17/03/2025

Online Single bid percentage rate e-tener are invited for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No: 34/DIV-IV/AMC/24-25. Tender ID : 2025_SAMC_59546-1	Rs. 5,91,575	Rs. 11,832	90(Ninety) Days	09/04/2025 15:00 Hrs	09/04/2025 16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	DNIe-T No: 34/DIV-IV/AMC/24-25. Tender ID : 2025_SAMC_59548-1	Rs. 6,20,018	Rs. 12,400	90(Ninety) Days				
3	DNIe-T No: 35/DIV-IV/AMC/24-25. Tender ID : 2025_SAMC_59552-1	Rs. 6,18,790	Rs. 12,376	90(Ninety) Days				
4	DNIe-T No: 34/DIV-IV/AMC/24-25. Tender ID : 2025_SAMC_59556-1	Rs. 1,78,671	Rs. 3,573	60(Sixty) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division office of the Executive Engineer, P.W. Div-IV, AMC at City Centre 4th floor in the office hours.

NB : This detailed press noitce & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন 'কালীঘাটের কাকু'-র

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি জামিনের শর্ত কমানোর আবেদনও করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত 'কালীঘাটের কাকু' অসুস্থ থাকায় চিকিৎসার জন্য আদালত অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল। এবার তার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছে।

হাই কোর্টে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল। তবে জেল থেকে বেরতে একাধিক শর্ত দিয়েছিলেন তাঁরা।

শর্তে বলা হয়েছিল, বাড়ি ও হাসপাতাল ছাড়া কোথাও যেতে পারবেন না সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। বাড়িতে সর্বক্ষণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। যে দুটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন, তার নম্বর জানাতে হবে সিবিআইকে। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রয়োজনে অপারেশনও করাতে পারবেন। সবমিলিয়ে সিবিআইকে দুর্নীতির তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনের রয়েছে মেয়াদ। সেই মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি।

বেলগাছিয়ায় জলের পাইপ ফেটে বিপত্তি, কিছু অংশে জলাভাব

হাওড়া, ২০ মার্চ (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকালে জলের পাইপ ফেটে তুমুল বিপত্তি হয় হাওড়ার বেলগাছিয়া এলাকায়। বেলগাছিয়া থেকে হরিশ কলোনির দিকে যে পানীয় জল সরবরাহের বড় পাইপ গিয়েছে, এ দিন দেখা যায় সেই বিশালাকার পাইপ ফেটে দু' টুকরো হয়ে গিয়েছে।

পাইপ ফাটতেই তার মধ্যে বেলগাছিয়া ভাগাড়ের নোংরা, আবর্জনা ঢুকতে শুরু করে। সকাল ৬টা থেকে এই এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করে পুরসভা। যখন পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছিল, সেই সময়ই পাইপটি ফেটে যায় বলে সূত্রের খবর।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাইপ ফেটে যাওয়ার পরেও জল সরবরাহ হচ্ছিল সকালে। ফলে নোংরা, আবর্জনা জলে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তাতে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাওড়া পুরসভার আধিকারিকরা। ফেটে যাওয়া পাইপ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA

Notice inviting e-tender.

PNIe-T-No: 20/EE/DIV-III/AMC/2024-25, Dated:-18-03-2025

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC behalf of Mayor, AMC invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Sunafied-suppliers/Authorized-Dealers of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other states PWD in PWD form-7 (seven) for the work

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	Construction of road by earth filing with G/Wall from the H.O Uperndra Ghosh to H.O Kanan Bala Paul at Haimara Under Ward No 38, AMC BEUP DNIeT : 52/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 859698	Rs. 17194	90 Days	01/04/2025 15:00 Hrs /15:00 Hrs	02/04/2025 16:00 Hrs	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	Construction of C.C road with drainage system from the H.O Manik Paul to H.O Sri Pabitra Debnath At Hapania Under Ward No. 38, AMC DNIeT : 53/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 805703	Rs. 16114	90 Days				
3	Construction of RCC Slab, road drain & mtc of existing drain at Gunjaria tilla main road to H.O Subal Debnath under Ward No. 37, AMC DNIeT : 54/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 3246211	Rs. 64924	120 Days				
4	Construction of Slab and paver block road from A.D Nagar Road to H.O Swapan Sur Under Ward No. 46 AMC. DNIeT : 55/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 795701	Rs. 15914	90 Days				
5	Construction of C.C road drain slab and P/Wall starting from the H.O Manik Das to Full Bagan at Nabinpalli under Ward No 43, AMC. DNIeT : 56/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 1533093	Rs. 30662	90 Days				
6	Improvement of road by brick masonry retaining wall and paver block starting from sahid memorial to H.O maran Basak beside Dukli S.B.I. Bank under Ward No. 45 AMC DNIeT : 57/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 2059403	Rs. 41188	120 Days				
7	Improvement of road by pucca drain brick soling starting from the H.O Arati Sarkar to H.O Kajal Ghosh at Sukanta Palli under Ward No 50 AMC DNIeT : 58/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 589806	Rs. 11796	90 Days				
8	Construction of RCC Drain starting from the H.O Satya Sarkar to H.O Uttam Das at I.C Nagar Under Ward No 50 AMC DNIeT : 59/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 1341211	Rs. 26824	90 Days				
9	Construction of paver block road and drain starting from the H.O babul sutradhar to H.O Nirmal Debnath Upto water tank at Paul para under Ward No. 51 AMC. (PH-I) DNIeT : 60/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 970945	Rs. 19419	90 Days				
10	Construction of paver block road and drain starting from the H.O Babul Sutradhar to H.O Nirmal Debnath Upto water tank at Paul para under Ward No 51 AMC. (PH-II) DNIeT : 61/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 974770	Rs. 19495	90 Days				
11	Installation of 3 Nos Submersible pump at different places surjyapara gunjaria tilla kali tilla under Ward No 37 AMC. DNIeT : 62/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 673877	Rs. 13478	90 Days				
12	Improvement of road by G/Wall Mtc of drain and paver block road st from the H.O Sital Das to Tarapith Mandir Under Ward No 44 AMC DNIeT : 63/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 926499	Rs. 18530	90 Days				
13	Construction of RCC open drain and Mtc of C.C road st from the H.O Tapash Hrishidas to H.O Shibu Das at Echabazar Hrishipara under Ward No 44 AMC. DNIeT : 64/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 1074791	Rs. 21496	90 Days				
14	Construction of drain H.O Dipankar Das to H.O Pradenjit Sarkar at stalin Maloni under Ward No 41 AMC DNIeT : 65/EE/Div-III/AMC/2024-25	Rs. 1308836	Rs. 26177	90 Days				
15	Construction of Community hall near Ramkrishna Ashram Seva Samity at A.D Nagar under Ward No 39 AMC	Rs. 969889	Rs. 19396	90 Days				

- The intending hidder must read the terms and conditions of CPV/D & caretully. He should only submit his/ her bid if the considers himself/herself eligible and be it in possession of all the documents required.
- Information and instruction for bidders posted on website shall form part of bid document.
- The bid document consisting of plans, specifications, the schedule of quantities of various types of items to be executed and the set of terms and conditions of the contract to be compted with and other necessary documents can be seen and down loaded from the website https://tripuratenders.gov.in free of cost.
- But the bird can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents such as Demand Draft or Deposit at call receipt in favour of the Agartala Municipal Corporation, Agartala and other documents as specified.
- Those contractors not registered on the website mentioned above, are required to get registered beforehand. This organization shall not remain committed to Impart training on, online bidding process, as per details available on the website
- The intending bidders must have valid digital signature to submit the bid
- On opening date, the contractor can login and see the bid opening process. After opening of bids he will receive the competitor bid sheets.
- Contractor must ensure to quote rate for each item in case of item rate tenders. The column meant for quoting rate""in figures appears in pink color and the moment rate is entered, it tums sky blue. In addition to this, while selecting any of the cells warning appears that if any cell is left blank the same shall be treated as "(0)". Therefore, if any cell is left blank and no rate is quoted by the bidder, rate of such item shall be treated as "0" (zero).
  i) For any enquiry, piease contact by e-mail to-agartalacity,tripura.gov.in
  ii) tenders.gov.in
- The Bidders shail scan (in 100 dps scan resolution) all the required documents, into PDF format for uploading as part of Bict. Bill of Quantity (BOQ), which is the Rate quoting sheet in Ms-excel shall be downloaded, filled up properly and uploaded in the bid after digital signing. The Bidder shall always open the BOQ sheet with Macros Enabled.

List of the documents to be scanned and uploaded within the period of bid submission:

Deposit-at-call/Desnand Draft receipt etc. against EMD.
Deposit-at-call/Demand Draft of any scheduled bank towards cost of Bid document
Registration of firm, Registration as Civil Bidder, Partnership deed, Article of association,

Executive Engineer,
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation

ত্রিপুরার মাটি থেকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের ইতিহাস মুছে যাবে: এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ মার্চ : ত্রিপুরার মাটি থেকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের ইতিহাস মুছে যাবে। আজ বিজেপির কল্যাণপুর জনজাতি মোর্চার অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেন এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা।

প্রসঙ্গত, আজ ১৯৮২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ঘাতক বাহিনীর দ্বারা মৃত ৩৭ জন জনজাতিদের শহীদ স্মরণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানালো বিজেপির কল্যাণপুর জনজাতি মোর্চা। এদিনের অনুষ্ঠানটি কল্যাণপুর এর রজনী সর্দার পাড়া এডিসি ভিলেজের বৈরাগী পাড়া স্কুল মাঠে হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি বিদ্যুৎ দেববর্মা, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, খোয়াই জেলা বিজেপির সভাপতি বিনয় দেববর্মা, ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, বিজেপি নেতা পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, সরস্বতী দেবনাথ ছাড়াও জন জাতি মোর্চার নেতারা। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী রাজ্যের বাইরে থাকায় সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

এদিন এম ডি সি বিদ্যুৎ দেববর্মা বলেন,পূর্বে তিপরা মথা এবং বিজেপিকে ডিসটার্ব করতো কিন্তু এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিকাশ মুখী কাজ দেখে তারাও পাশে এসে হাত ধরেছে। তবে বিদ্যুৎ দেববর্মা স্পষ্ট জানান, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড দিতে পারে একমাত্র ইউনাইটেড ন্যাশন। অন্য কেও না। এদিন বামেদের সমালোচনা করে তিনি বলেন সমাজতন্ত্র কোন দিন প্রতিষ্ঠিত হবে না। ত্রিপুরার মাটি থেকে মুছে যাবে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের ইতিহাস।

এদিন বিদ্যুৎ দেববর্মা আরও বলেন, রাজ্যের অনেক জায়গাতেই কংগ্রেস কমিউনিস্টরা পৌঁছুতে পারে নি। কিন্তু বিজেপির কাছে দুর্গম বলে কিছু নেই। তিনি বলেন, এখন শুখার মরসুম। কোথায় পানীয় জল, সেচের জলের ঘাটতি, কোথায় বিদ্যুৎ এর সমস্যা সব বিজেপির নখদর্পনে এবং এগুলোর সমাধান করেই উন্নয়নমুখী বিজেপি সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ দেববর্মা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে সারা রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন করানো। এখন এমন অবস্থা হয়েছে রাজ্যের কংগ্রেস কমিউনিস্টরা সমালোচনা করার মতো কোন বিষয় খুঁজে পায় না।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মার্চ: কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ঊনকোটি জেলার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের লোন ও সরকারি ভর্তুকি নিয়ে আলোচনা হয়।যেমন স্বাবলম্বন, পিএমই.জিপি, পিএম বিশ্বকর্মা, পিএমএফএমই ইত্যাদি প্রকল্প। এই কর্মশালায় ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পৌর-পরিষদের কাউন্সিলার সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিগণ ও বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।প্রথমেই মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সন্তোষ ধর, কৈলাসহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নিতীশ দে, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সম্পা দাস পাল, পেঁচারথল এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান সজল চাকমা, ডিআইসি এর ম্যানেজার অশ্বিনী রুপিনি সহ আরো অনেকেই।

নকশাল

● প্রথম পাতার পর

পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং আত্মসমর্পণ না করা নকশালদের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করছে। আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগে দেশ নকশালমুক্ত হবে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

● আটের পাতার পর

ভোট দানের অভিজ্ঞতা প্রদান করা নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য। কোন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই যাতে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-র বেশি না হয় এবং এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ভোটারদের ২ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এমনকি দুর্গম গ্রামীণ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতেও মৌলিক সুযোগ সুবিধাগুলি (এএমএফ) যাতে সুরক্ষিত থাকে তা সুনিশ্চিত করা হবে। শহর অঞ্চলের ভোটারদের ভোটদানের অনীহা দূর করতে এবং ভোট প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে তাদের চত্বরে অবস্থিত বহুতল ভবন এবং কলোনীগুলির মধ্যে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রায় ১ কোটি কর্মকর্তার ব্যাপক ও ধারাবাহিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫ সালের ৪ ও ৫ মার্চ সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের (সিইও) দু"দিনের সম্মেলন নয়াদিল্লির আইআইআইডিইএম-এ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বারের মতো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) এবং নির্বাচন রেজিস্ট্রেশান আধিকারিক (ইআরও)-রাও এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ২৮টি নির্বাচনী স্টেকহোল্ডার ও তাদের সাংবিধানিক কাঠামো, নির্বাচনী আইন ও নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) নির্দেশিকা অনুসারে দায়িত্বসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দেশিকার হ্যান্ডবুক ও ম্যানুয়ালকে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হবে। সম্মুখ সারির কর্মকর্তারা যাতে সহজভাবে সবকিছু বুঝে উঠতে পারেন এবং কার্যকরভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ডিজিট্যাল ট্রেনিং কিট তৈরী করা হবে। এনিমেটেড ভিডিও এবং একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ড প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং কার্যকর করবে। আগামী দিনে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ মডিউল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলির সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৬ জন সিইও, ৭৮৮ জন ডিইও এবং ৪১২৩ জন ইআরওকে নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক এবং আলোচনা করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) দের সম্মেলনে নির্দেশ দেন। সমগ্র দেশে এধরণের বৈঠক তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলির জমে থাকা এবং আকস্মিকভাবে উঠে আসা যেকোন সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। ২০২৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সমগ্র দেশে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ভোটার তালিকার দাবি আপত্তি সহ নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি এবং তাদের মনোনীত বিএলএ-দের প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব সমস্ত রাজনৈতিক দল স্বাগত জানিয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) এছাড়াও সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে যেকোন পরামর্শ পাঠানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছে যা ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ এর মধ্যে জমা দেওয়া যাবে। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলিকে সুবিধাজনক সময়ে দিল্লিতে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সাহসী ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

রক্তদান

● আটের পাতার পর

ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিনের রক্তদান শিবিরের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে ডক্টর প্রদীপ ভৌমিক বলেন, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা সবসময়ই সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। প্রতিবছর এক হাজার ইউনিট রক্তদান করে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা। এ বছরও এক হাজার ইউনিট রক্তদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যে সময় ব্লাড ব্যাংকে রক্তের শূন্যতা বেশি থাকে সেই সময়কে বেছে নিয়েই হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা রক্তদান করে থাকে। বর্তমানে চৈত্র মাসে মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। সামনেই বাংলা নববর্ষ। এই সময়ে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট রয়েছে। সে কারণেই এই সময়কে রক্তদানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।এছাড়া তিনি আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশকে টিভিমুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা দেড়শ জন টিভি রোগীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের নিউট্রেশন ,ঔষধপত্র সহ যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করবে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা বলে জানান সংগঠনের সভাপতি ডক্টর প্রদীপ ভৌমিক।

দপ্তর

● আটের পাতার পর

মহাবিদ্যালয়কেও এর আওতায় আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান বাড়িয়ে ২.৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। তিনি বলেন, কলেজ বায়োটেক ক্লাবের মাধ্যমে রাজ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিকাশ হচ্ছে। পরবর্তীতে রাজ্যের আর্থসামাজিক ও জৈব প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যবহার হবে। ইতিমধ্যে তেচোখা মাছ ব্যবহারে মশার লার্ভা দমন, প্রো বায়োটেক ব্যবহারে সুগন্ধী ধানের গুণগত মান বৃদ্ধি, ভার্মিকম্পোস্ট-এর নিবিড় ব্যবহার, ফ্রেট প্রযুক্তির মাধ্যমে জলের দূষণ সনাক্তকরণ ইত্যাদি প্রযুক্তি তৈরীর কাজ চলছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থে মাছের বিকল্প খাদ্য তৈরীর জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে। ১৭২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিএনএ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরও ৫০টি স্কুলে গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে ছাত্রছাত্রীরা আজ রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ভেষজ আবির তৈরী, মাশরুম চাষ, ফল থেকে ডিএনএ সনাক্তকরণ, ভেষজ উদ্যান তৈরী সহ মোট ৮০ রকম বিজ্ঞান ভিত্তিক কাজ করতে সক্ষম।

তিনি বলেন, অপ্রয়োজনীয় কাগজের রিসাইক্লিং এর জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, এই ডিএনএ ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি স্কুলকে চার বছরের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ছাড়াও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিল বাগমাস্থিত বাড়াভাইয়া অর্ডার্ডকে প্ল্যান্ট ব্যাঙ্ক অর্চার্ডে পরিণত করার কাজ করছে। এবছর মোট ১৫০০ জন ছাত্রছাত্রী এই বাগান পরিদর্শন করেছে।

তিনি বলেন, এই দপ্তর এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনস্টিটিউট ফর বায়োরিসোর্স এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট স্থাপনের জন্য মৌ স্বাক্ষর করে। টিএফডিপিসি কার্যালয়ে (বিল্ডিং) এটি স্থাপনের উদ্যোগ চলছে। এতে ঔষধি গাছের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে ভেষজ ঔষধ তৈরীর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ৫ থেকে ১০টি বায়োভিলেজ স্থাপনের প্রয়াস নেওয়া হবে। এডিসিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ডেক্স স্থাপন করা হবে। এলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও ডোনার মন্ত্রকের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্য রাজ্য থেকে এগিয়ে রয়েছে। নগর উন্নয়নের সব জিআইএস ম্যাপিং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর থেকে করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব ড. কে শশী কুমার এবং বায়োটেকনোলজি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অঞ্জন সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

আইনীজয়

● আটের পাতার পর

(ধর্মনগর-কৈলাশহর): ৮০০০ টাকা, মানসিক ও সামাজিক সম্মানহানির ক্ষতিপূরণ: ১০,০০০ টাকা। ওই মামলায় চলতি বছরের ১১ মার্চ জেলা জজ এবং কমিশনের দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রায় দিয়েছে। আদালত রায় দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দুই মাসের মধ্যে ডাঃ মোদককে ১৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিলম্ব হলে প্রতিদিন ৯ হারে সুদ গুনতে হবে। ডাঃ মোদক গ্রাহকদের সচেতন হয়ে ব্যাংকের নিয়মিত লেনদেন ও রিজার্ভ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তির প্রতি নজর রাখার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন অন্যায়ের শিকার না হন।

সুধাংশু

● প্রথম পাতার পর

সাক্ষী রয়েছে। যারা এধরনের বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সৃষ্টি করছে তাদের প্রত্যেকটি শব্দ গুরুত্ব সহকারে পড়া উচিত বলে দাবি করেন মন্ত্রী।

প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ঔরঙ্গজেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তাঁর শাসনকালের ভুয়োশি প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা হিন্দু হোক বা মুসলিম, কেউই ঔরঙ্গজেবের শাসনকালকে সমর্থন করবেন না। ইসলাম ধর্ম গ্রহন না করার অপরাধে ঔরঙ্গজেব বাচ্চা থেকে শুরু করে বহু নিরীহ হিন্দুকে হত্যা করেছে, শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে। ইতিহাস সাক্ষী এই ঘটনাগুলো মিথ্যে না। এছাড়াও মথুরায় কৃষ্ণ মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরি করেছে ঔরঙ্গজেব। আরো বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মন্দির মন্দিরের অর্ধেক থেকে সেখানে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এখনো মসজিদের ভেতরে হিন্দু মন্দিরের ছাপ রয়েছে। এই ঘটনাগুলি দেখা সত্ত্বেও ভারতীয় হিসেবে ঔরঙ্গজেবকে সমর্থন করা উচিত নয়। সেই কারণেই ঔরঙ্গজেব কে পাপী বলে সম্বোধন করেছেন তিনি, এমনটাই বক্তব্য মন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, জিতেন্দ্র চৌধুরী ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের নিকট মন্ত্রী সুধাংশু দাসের ফেসবুক পোস্টের প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। এই ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি। এ বিষয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, কমিউনিস্টরা বরাবরই হিন্দু বিরোধী। এখানে পাপীকে পাপি বললে জাতি দাঙ্গা হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুদের মন্দির ভেঙে তার অর্ধেক থেকে মসজিদ তৈরি করলেও হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারবেনা। এ ধরনের নীতিতেই বিশ্বাসী সিপিআইএম।

মন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৮৯ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার ছিল তখন তারা শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে এক সার্কুলার জারি করেছিল। সে সার্কুলারে বলা হয়েছিল, হিন্দু বিরোধী শক্তি যারা মন্দির ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের হত্যা করেছিল সেই ইতিহাস কোন বইয়ে লেখক বা কবি লিখতে পারবেন না। এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে বামেরা বহু আগেই হিন্দু বিরোধী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, বামেরা সর্বদাই হিন্দু রীতিনীতিকে আঘাত করে গেছে। তারা বিবেকানন্দকে পাগল সন্ন্যাসী বলে। বামপন্থীরা সর্বদাই হিন্দু ধর্মের কৃষ্টিসংস্কৃতিকে মুছে ফেলার কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বক্তব্য ঘিরে বিভিন্ন মহল থেকে যখন প্রশ্ন উঠছে তখন মন্ত্রী নিজে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন। উনার বক্তব্য কোনো অংশেই মিথ্যে বা ভুল নয়। এমনটাই দাবি করলেন মন্ত্রী। এছাড়াও এ ধরনের বক্তব্যকে ঘিরে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। উনার কথায় বামেরা হিন্দু ধর্ম বিরোধী। তাই হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা উঠলে বামপন্থীরা একে জাতি দাঙ্গার আখ্যা দিয়ে থাকে।

শিবির

● আটের পাতার পর

শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। যারা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন দপ্তরের মন্ত্রী। আগামী দিনেও দপ্তরের তরফ থেকে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ফাইনান্সের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

থেকে সকল গ্রাহকদের নোটিশ প্রদান করা হয়। এতে করে সকলে জানতে পারে উনাদের দেওয়া কিস্তি সঠিকভাবে জমা করা হচ্ছেনা। রাখাল চাকমা সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে অর্থ লুটে নেওয়ার অভিযোগ উঠে আসছে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ কিস্তি প্রদান করে রাখাল চাকমার নিকট অর্থ প্রদানের বৈধ কাগজ চাইলে তিনি তা দিতেন না। পরবর্তী সময় রাখাল চাকমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজারে বেদিকা অফিসে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো সকল গ্রাহকরা। উনারা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে উনাদের অভিযোগ তুলে ধরেন।

একজন গ্রাহক জানান উনার নামে লোনের অনুমোদন হয়েছে যে এই বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। রাখাল চাকমা উনার কাছ থেকে আধার কার্ড ঠিক করার নামে আধারকার্ড নিয়ে এসে লোনের অনুমোদন করে অর্থরাশি তুলে নেন। সকলে আজকের বিক্ষোভের মাধ্যমে উনাদের অর্থ ফিরিয়ে দেবার আহব্বান জানান। এইবিষয়ে অফিস কতৃপক্ষের নিকট জানতে চাইলে উনারা কিছুই বলেননা। অফিস কর্মীরা মৌখিকভাবে জানান বর্তমান সময়ে অফিসে ম্যানেজার নেই। উনারা নতুন এসেছেন তাই উনারা সঠিক কিছু বলতে পারছেন না। উনারা মৌখিকভাবে এও জানান রাখাল চাকমা এই অফিসের কর্মী নন। এখন দেখার বিষয় মধুচন্দ্র চাকমা পাড়ার ২৮জন সহজ সরল গ্রাহকদের এইভাবে ঠকানোর জন্য প্রশাসন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

ছাপ চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, এলাকারই ২ যুবক সুমন দাস এবং সঞ্জীব দেবনাথ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে কোন এক লেনদেনকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তারপর নাকি সুমন দাস নিজেই নিজের হাতে কাচের বোতল দিয়ে আঘাত করে। এ বিষয়টি তাদেরকে জানানো হয় সকালে। কিন্তু সাংবাদিকদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রামের উপপ্রধান বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাদের বক্তব্য, এর পেছনে অন্য কোন রহস্য থাকতে পারে। কেননা এই দুই যুবকের এলাকার মধ্যে প্রতিচ্ছবি ভালো নয় বলেও জানান তারা। প্রশাসনের কাছে তাদের তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছে ঘটনাটিকে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করে এলাকায় তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য এবং সত্য ঘটনা উন্মোচিত করার জন্য।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায়। প্রায় এক ঘন্টা যাবত একটি জুয়েলারি দোকানের সামনে পড়া অবস্থায় ছিলেন ওই ব্যক্তি, এমনই অভিযোগ। দমকল কর্মীদের খবর দেওয়া হলে দমকলের ছোট গাড়িটি অফিসের কাজে বাইরে থাকার দরুন বড় গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। একদিকে রাস্তায় কোন এক অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেল বানানোর কাজ চলার ফলে গাড়িটি আবারও ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে বাজারের প্রবেশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বড় গাড়ি হবার কারণে বাজারে প্রবেশ করতে পারেনি। অনেকটা জায়গায় হেঁটে হেঁটে গিয়ে দমকল কর্মীরা পড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে বলে জানায় দমকল কর্মী। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত ব্যক্তির নাম শেখর পাল(৫৫), বাড়ি ধর্মনগর মহকুমার মনতলায়। কিন্তু এই মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে জনগণের মধ্যে। প্রথমত, বাজারে মধ্যে বিবেকানন্দ রোডে লোকটি পড়েছিল একটি দোকানের সামনে। দীর্ঘ সময় পড়ে থাকলেও শতাধিক জনগণ সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছিল। সবাই ফটো তুলতে ব্যস্ত বলে অভিযোগ করলেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করেনি। হয়তোবা সঠিক সময়ে নিয়ে আসলে বাঁচানো যেত ওই ব্যক্তিকে।

একে দমকল কর্মীরা সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি। অপরদিকে স্থানীয় মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন তার কারণেই ওই ব্যক্তির আজ মৃত্যু হল। যদি সঠিক সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো ওই ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হতো আজ।

বাগমায় সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ মার্চ।। বিজেপি গোমতী জেলার অন্তর্গত ৩০ বাগমা মন্ডলের সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক রামপদ জামাতীয়া , গোমতী জেলা ভারতীয় জনতা দলের গোমতি জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ , জেলার সহ-সভাপতিদ্বয় রথীন্দ্র লাল জমাতিয়া, বাবুল দেব, কিল্লা ব্লক চেয়ারম্যান বাগান হরি মলসম। সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ডল সভাপতি অমর জামাতিয়া। সভায় সঞ্চালনা করেন মন্ডল সাধারণ সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে রামচন্দ্র দেবনাথ ও রজত জমাতিয়া।

সাংগঠনিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া ও জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ। কিল্লা চ্যাম্পরাং হলের এই বৈঠকটিতে কার্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

উদয়পুর জগন্নাথ দীঘিতে বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,২০মার্চ।। এই প্রথম উদয়পুর জগন্নাথ বাড়ি উন্নয়ন কমিটি এবং উদয়পুর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বসন্ত উৎসব ও রাধা গোবিন্দের নৌকা বিলাস অনুষঠান। উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির চারপাশে আজ সকাল ৯ টায় উদয়পুর জগন্নাথ বাড়িতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বসন্ত উৎসব ও রাধা গোবিন্দের নৌকা বিলাস অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতী জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায় ,উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, সমাজ সেবিকা তথা ভারতীয় জনতা দলের গোমতী জেলার সভানেত্রী সবিতা নাগ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। ইসকনের থেকে আগত সাধুসন্তসহ কার্তিক প্রভু বা মাধব প্রভু ,উদয়পুর জগন্নাথ বাড়ির সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তা এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা,রাধা গোবিন্দ বিগ্রহে রঙিন আবির প্রদানের মধ্যে দিয়ে সুসজ্জিত নৌকায় করে রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ জগন্নাথ দীঘিতে নৌকা বিহার করে জগন্নাথ দিঘির চারপাড়ে বিপুল সংখ্যক ভক্তের উপস্থিতিতে এই নৌকা বিহার অনুষ্ঠিত হয়। নৌকা বিহারে অংশগ্রহণকারী ভক্তরা হরিনাম সংকীর্তন এর মাধ্যমে জগন্নাথ দীঘিতে নৌকা বিলাস সম্পন্ন করেন।তারপর জগন্নাথ মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।পরবর্তীতে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।এই বছর প্রথম বসন্ত উৎসব ও রাধাগোবিন্দের নৌকা বিলাস কে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও কৌতুহল জাগ্রত হলেও দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় অফিস টাইম, স্কুল কলেজ টাইম থাকায় ভক্তের উপস্থিতি তুলনামূলক কম হয়েছে বলে ভক্তরা অভিমত ব্যক্ত করেন। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে জগন্নাথ বাড়ি উন্নয়ন কমিটির সদস্য অনুপম কর(লিটন কর), নিবাস চন্দ্র সাহা ও অন্যান্য কর্মকর্তা সহ উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরো পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং সমাজ সেবিকা সবিতা নাগ প্রত্যেকেই ভক্তদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন আগামী বছর বিকেলবেলায় বা সন্ধ্যায় এই নৌকা বিলাস করা হবে।প্রথমবারের মতো বসন্ত উৎসব ও নৌকা বিলাসে ভক্তদের মন জয় করে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত। সবাই আগামী বছরের বসন্ত উৎসব ও নৌকা বিলাসের জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন।

বিশালগড় ওবিসি মোর্চার মন্ডল কনভেনশন

নিজস্বপ্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মার্চ: রাজ্যের বিভিন্ন মন্ডলে বিজেপি ওবিসি মোর্চার মন্ডল কনভেনশন আয়োজিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অফিসটিলা পুরান টাউন হলে বিশালগড় ওবিসি মোর্চার মন্ডল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, ওবিসি মোর্চার সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ, ওবিসি মোর্চার মন্ডল সভাপতি অমলেশ ঘোষ, বিশালগড় মন্ডল সভাপতি তপন দাস, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। রাজ্য কনভেনশনের পূর্বে মন্ডল স্তরে আয়োজিত হচ্ছে কনভেনশন। মূলত বিধানসভা স্তরে সাংগঠনিক পরিকাঠামো মজবুত করে তুলোতেই এই কনভেনশন।

পৌরহিত্যে বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

অধিবেশণের প্রথম দিনে ২০২৫-২৬অর্থ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এদিকে অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার পৌরোহিত্যে বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আই পি এফটি দলের বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অধক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পরিষদিও মন্ত্রী রতনলাল নাথ, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, সরকারি দলের মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায় সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে অধিবেশন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

শরিক দল

● প্রথম পাতার পর

শাসক জোটের আরেক নেতা বলেছেন, 'আমি এই ওয়াকফ বিলকে সমর্থন করি না। যদি আমার দল তিন লাইনের হুইপ জারি না করে, তাহলে সংসদের এই অধিবেশনে বিলটি পেশ করার সময় আমি এর বিরোধিতা করব।' এই নেতা বিলটি এগিয়ে আনার তাগিদ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

এদিকে, দক্ষিণের মিত্র তেলুগু দেশম পার্টি ওয়াকফ বিলকে সমর্থন করেছে। সোমবার অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড ওয়াকফ বিলের তীব্র বিরোধিতা করে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, বিতর্কিত আইনটি পাস করলে সিএএ এবং কৃষিবিরোধী আইনের মতোই দেশব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে।

কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে এবং অন্যান্য মিত্র দল সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দল বিলটির বিরুদ্ধে একই রকম বিরোধিতা করেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, এনডিএ সরকার একটি সূক্ষ্ম লাইনে হাঁটছে এবং যেকোনো ভুল পদক্ষেপ ভঙ্গুর রাজনৈতিক ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সিপিআইএমের

● প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, বিজেপি সরকারের আমলে তোলাবাজির চরম আকার ধারণ করেছে।

তাঁর আরো অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিয়ন্ত্রিত দপ্তরগুলিতে চরম দুর্নীতির বাসা বেঁধেছে। তারপর তিনি মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন। এর বিরুদ্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থার জন্য তিনি নিজেও দায়ী থাকবেন বলে দাবি করেন তিনি।

গর্ভবতী মহিলা

● প্রথম পাতার পর

এগারোটা নাগাদ বিশ্বজিৎ তাঁতী এবং তার ভাই গণেশ তাঁতী তারা দুইজন মিলে ওই এলাকারই ভাগ্য মন্ত্র তাঁতি'র বাড়িতে দা এবং কুড়াল দিয়ে হামলা চালায়। কিছু বুঝে উঠার আগেই ভাগ্য মন্ত্র তাঁতি এবং তার স্ত্রী সুমিত্রা কর্মকারকে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করে বিশ্বজিৎ ও গণেশ এবং বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায়।

ওই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। রাতেই খবর পৌঁছে খোয়াই থানায়। পুলিশ এসে সুমিত্রা কর্মকারকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ভাগ্য মন্ত্র তাঁতী প্রশাসনের কাছে করজোড়ে আবেদন জানান যেন এই ঘটনার সাথে যুক্ত দুই ভাইয়ের উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করা হয়। আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলা বর্তমানে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

সিকিমে ৮ম যুব উৎসব সম্পন্ন রাজ্য দলের দারুন সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার যুবদলের দারুন সাফল্য। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল তৃতীয় স্থান লাভ করেছে এবং প্রাইজমানি হিসেবে কুড়ি হাজার টাকার চেক, মানপত্র স্মারক, রাজ্য দলের যুব শিল্পীদের হাতে তুলে দেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সিকিমের ক্রীড়া মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। সাফল্য অর্জনকারী ত্রিপুরা দলের হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন নোডাল অফিসার রমেন্দ্র রিয়াং, সহকারী প্রণব অখণ্ড, অঞ্জন বর্ধন এবং নাট্যশিল্পীরা। উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ, সোমবার থেকে সিকিমের গ্যাংটক এ অনুষ্ঠিত অষ্টম উত্তর-পূর্ব ইউথ ফেস্টিবল ২০২৫ আজ বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

সেখানে পালজোর স্টেডিয়ামে আজ, বৃহস্পতিবার আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্য দলের প্রতিনিধিরা বেশ উৎসাহের মধ্য দিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং যুবক যুবতীদের যথাযথ মান উন্নয়নে নিজেদের আরও এগিয়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। রাজ্য দলের কর্মকর্তা বৃন্দ সাফল্য অর্জনকারী ত্রিপুরার প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

খেলো ইন্ডিয়া মহিলা সাঁতারে অংশ নিতে রাজ্য দল এখন জোরহাটের পথে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জোরহাট যাচ্ছে ত্রিপুরার সাঁতারুরা। বিশেষ করে অনূর্ধ ১৫ এবং অনূর্ধ ১৮ বয়স বিভাগের ১০ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা সাঁতারুকে নিয়ে গঠিত রাজ্য দল। দুইজন কোচ-কাম-ম্যানেজার সহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা টিম আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে রেলপথে আসামের জোরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

খেলো ইন্ডিয়া জুনিয়র মহিলা সাঁতার প্রতিযোগিতা সিরিজ ২০২৪ এর দ্বিতীয় রাউন্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ ২২ মার্চ থেকে আসামের জোরহাটে শুরু হচ্ছে। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। সম্প্রতি খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স আয়োজিত অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া সাঁতার ও জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এর থেকেই বাছাইকৃত সাঁতারুদের নিয়ে রাজ্য দল হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অনূর্ধ ১৫ বালিকা বিভাগে রাজ্য দল হলো: নিশা সিনহা, পূর্ণিমা দাস, রাখি নোয়াতিয়া, সরমিতা ত্রিপুরা, অস্মিতা দেবনাথ, পারমিলা মলসুম।

অনূর্ধ ১৮ বালিকা বিভাগের রাজ্য দল হলো: বিউটি সূত্রধর, গীতা দেবনাথ, শাকিরা আক্তার ও রিয়া দেবনাথ। রাজ্য যুব বিষয়ক ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ বুধবারে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেন।

কোচ-কাম-ম্যানেজার হিসেবে দলের সঙ্গে রয়েছেন বিনীত বি এবং সুমিতা চক্রবর্তী।

উল্লেখ্য, রাজ্য দল আগামীকাল জোরহাটে পৌঁছুবে।

খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর ডিরেক্টর সূর্যকান্ত পাল রেল স্টেশনে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং খেলো ইন্ডিয়া জাতীয় আসরে রাজ্য দল সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

আসাম রাইফেলস সেন্টিনাল ফুটবলে আজ মনিপুরের মুখোমুখি ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ। তাতে ত্রিপুরা মুখোমুখি হবে মনিপুরের। অসমের লকরাতে অনুষ্ঠিত আসাম রাইফেলস সেন্টিনাল বালিকাদের ফুটবলে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি। ওই রাজ্যের আসাম রাইফেলস মাঠে হবে ম্যাচটি। ওই ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেতে পারলেই পরবর্তী রাউন্ডে চলে যাবে ত্রিপুরা। আর পরাজিত হলে আসর থেকে ছিটকে যাবে। আপাতত দুই ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট চার। সংখ্যক ম্যাচ খেলে মণিপুরের পয়েন্ট ৩। বৃহস্পতিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুযোগ নষ্ট করে পয়েন্ট ভাগ করেছিল ত্রিপুরা। এখানে কিছুটা চাপে রাজ্য দল।

ওই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট যদি পেতো পারতো তাহলে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যেতো। তারপরও ত্রিপুরার কোচ পূর্ণিমা দাস সাফল্য আজ পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। বৃহস্পতিবার দুপুরে হালকা অনুশীলন করে নেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা।

অনুশীলনে শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ম্যাচের বিভিন্ন কাঙ্খিত পরিস্থিতি নিয়ে অনুশীলন করানো হয় দিপালী হালামদের। এদিকে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে অনুষ্ঠিত আসাম রাইফেলস সেন্টিনাল বালকদের ফুটবলে হতাশা জনক পারফরম্যান্স করলো ত্রিপুরা। প্রথম ম্যাচে মিজোরামের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর পরের দুটি ম্যাচে হেরে আসর থেকে ছিটকে গেলো রাজ্য দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আর্মির বিরুদ্ধে ন্যূনতম গোলে পরাজিত হয়েছিল ত্রিপুরা। শেষ ম্যাচে ডি জি আর এর বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল রাজ্য দল। শনিবার রাজ্যে ফিরছে বালক বিভাগে ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা।

দ্রাবিড়-দর্শনেই আস্থা রাহুলের, আইপিএলেও ওপেন করবেন না, দিল্লির স্বার্থে নামবেন নীচের দিকে

আসন্ন আইপিএলেও দলের স্বার্থকে গুরুত্ব দিচ্ছেন লোকেশ রাহুল। জাতীয় দলের স্বার্থে পছন্দের ব্যাটিং অর্ডার ছেড়ে দিয়েছেন ওপেনিং ব্যাটার। আইপিএলেও দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নিজেকে ব্যাটিং অর্ডারের নীচে নামাতে আপত্তি নেই রাহুলের।প্রস্তাব পেয়েও দিল্লির অধিনায়কত্ব নিতে রাজি হননি রাহুল। সাধারণ ক্রিকেটার হিসাবে খেলতে চেয়েছেন। দলের স্বার্থে প্রিয় ওপেনিংয়ের জায়গাও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত তিনি। দিল্লি শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের ভারসাম্য বৃদ্ধির জন্য নিজেই এই প্রস্তাব দিয়েছেন রাহুল।একটা সময় পর্যন্ত ক্রিকেটমহলে ওপেনার হিসাবেই পরিচিত ছিলেন রাহুল। কখনও কখনও তিন নম্বরে ব্যাট করতেন। টপ অর্ডার ব্যাটার হিসাবে যথেষ্ট সফল হলেও সাদা বলের ক্রিকেটে তরুণদের ভিড়ে দলে জায়গা ধরে রাখা অনেক সময় কঠিন হয়েছে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন ঋষভ পন্থের বিকল্প হিসাবে।

গত এক দিনের বিশ্বকাপে রাহুলই ছিলেন ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক।

ব্যাটিং অর্ডারের পাঁচ নম্বরে দেখা যেত তাঁকে। কয়েক দিন আগে শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসাবে ব্যবহার করেছেন রাহুলকে। ব্যাট করিয়েছেন আরও নীচে ছ’নম্বরে। সাদা বলের ক্রিকেটে নতুন এই ভূমিকাতেও মানিয়ে নিয়েছেন রাহুল।

সাফল্যও পেয়েছেন।রাহুল যেমন চাপের মুখে ধরে খেলতে পারেন, তেমনই চাপ কাটাতে আগ্রাসী ব্যাটিংও করতে পারেন। উইকেটরক্ষক হিসাবেও তিনি বিশ্বস্ত।

সূত্রের খবর, নতুন অধিনায়ক অক্ষর পটেলকে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে চাপে ফেলতে চান না রাহুল। এ বার দিল্লির হয়ে ওপেন করতে পারেন দুই বিদেশি ফ্যাফ ডুপ্লেসি এবং জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক। তিন নম্বরে আসতে পারেন বাংলার তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। চার নম্বরে ব্যাট করতে পারেন রাহুল। আইপিএলে তাঁকে সম্ভবত উইকেট রক্ষা করতে হবে না। ব্যাটিং অর্ডারের পাঁচ নম্বরে থাকবেন অক্ষর। তাঁর পর ট্রিস্টান স্টাবসকে দেখা যেতে পারে ব্যাটিং অর্ডারের ছ’নম্বরে।ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি দিল্লির কোচ হেমাঙ্গ বাদানি। তবে রাহুল তাঁকে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে নির্দিষ্ট বার্তা আগেই দিয়েছেন। ওপেনার রাহুল এখন আর ইনিংস শুরু করার কথা ভাবছেন না। বরং সাদা বলের ক্রিকেটে দ্রাবিড়-দর্শনে মিডল অর্ডারেই মন দিতে চাইছেন কর্নাটকের ক্রিকেটার।

মলদ্বীপের বিরুদ্ধে কি খেলবেন অবসর ভেঙে ফেরা সুনীল ? জবাব দিলেন দলের কোচ

আবার দেশের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে সুনীল ছেত্রীকে। গত বছর জুন মাসে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ন’মাস পরে অবসর ভেঙে ফিরেছেন তিনি। বুধবার মলদ্বীপের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচে কি খেলবেন সুনীল? জবাব দিলেন ভারতের ফুটবল দলের কোচ মানোলো মার্কেজ।প্রথমে জানা গিয়েছিল, ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে খেলবেন সুনীল। তার আগে বুধবার মলদ্বীপের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। সেই ম্যাচে খেলে কি বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতি সারবেন তিনি? মলদ্বীপ ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে তার জবাব দিলেন মার্কেজ।ভারতের কোচ জানিয়েছেন, মলদ্বীপের বিরুদ্ধে কিছু ক্ষণের জন্য হলেও খেলবেন সুনীল। মার্কেজ বলেন, “সুনীল অবশ্যই খেলবে। তবে প্রথম থেকে খেলবে না পরিবর্ত হিসেবে নামবে তা এখনই বলতে পারব না। আমরা প্রীতি ম্যাচে ছ’জন পরিবর্ত নামাতে পারি। অর্থাৎ, মোট ১৭ জন ফুটবলার খেলতে পারে। তাদের মধ্যেই থাকবে সুনীল।”সুনীলকে অবসর ভেঙে ফেরার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কেজ। সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন ভারতের হয়ে সর্বাধিক গোল করা ফুটবলার। দেশের জার্সি থেকে অবসর নিলেও এই মরসুমে আইএসএলে ভাল খেলেছেন সুনীল। মার্কেজ তাঁকে দেখেছেন। কারণ, ভারতীয় দলের পাশাপাশি আইএসএলে এফসি গোয়ার কোচ তিনি। সুনীলের ফিটনেস দেখে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি এখনও খেলার ক্ষমতা রাখেন।মার্কেজ বলেন, “আইএসএলে এই মরসুমে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল সুনীলের। ওর বয়স ২০ না ৪০ বছর, তাতে কিছু যায় আসে না। যদি ওর ফিটনেস থাকে তা হলে ও খেলবে। জাতীয় দলে ফুটবলার তৈরি করা যায় না। তৈরি ফুটবলারেরা জাতীয় দলে খেলে। দলের প্রধান লক্ষ্য ম্যাচ জেতা। তার জন্য সেরা ফর্ম ও ফিটনেসে থাকা ফুটবলারদের প্রয়োজন।”মলদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারত প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামলেও এই ম্যাচকে প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন মার্কেজ। ফলে সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। ভারতীয় কোচ বলেন, “এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে এই ম্যাচকে আমরা দেখছি। আমরা জিততে চাই। বাংলাদেশ ম্যাচের আগে নিজেদের সেরা দল গুছিয়ে নিতে চাই আমরা।” পাশাপাশি মার্কেজ আরও জানিয়েছেন, দু’টি ম্যাচে একই ফুটবলারদের তিনি খেলাবেন না। এই দু’টি ম্যাচে সকলকে দেখে নিতে চান তিনি। মার্কেজ বলেন, “মলদ্বীপের বিরুদ্ধে যারা খেলবে তারা সকলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে না। পুরো ১১ জনকে তো বদলাতে পারব না। তবে দলের সকলের উপর আমরা ভরসা আছে। মলদ্বীপের বিরুদ্ধে ভাল খেলে বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাই।”বুধবার শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে হবে ভারত-মলদ্বীপ ম্যাচ। প্রথম বার এই স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের খেলা হচ্ছে।

দলের দুর্বলতাই শ্রেয়সের শক্তি! রোহিতদের ব্যাটিংয়ের সমস্যা মেটাতে তৈরি ভারতীয় ব্যাটার

২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা ২০১৯ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বার বার ভারতকে ভুগিয়েছে চার নম্বর ব্যাটার। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে চার নম্বরে বিভিন্ন ব্যাটারকে নামিয়ে পরীক্ষা করতে হয়েছিল ভারতকে। চার নম্বরে নির্ভরযোগ্য কাউকে না পাওয়ার খেসারত দিতে হয়েছে তাদের। দলের এই দুর্বলতা ঢাকতে নেমেছেন শ্রেয়স আয়ার। চার নম্বর জায়গা নিজের করে নিতে চান তিনি। ভারতীয় ব্যাটার জানিয়েছেন, ওখানেই ব্যাট করতে পছন্দ করেন তিনি।আইপিএলে এ বার পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স। নতুন দলের হয়ে নামার আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেন, “চার নম্বরে ব্যাট করা আমার পছন্দ। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ হোক বা এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, চার নম্বরে ব্যাটিং সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি। ওখানেই আমার প্রতিভা কাজে লাগানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশি পাই। চার নম্বর নিজের করে নিতে চাই।”শ্রেয়সের মতে, তিনি দলের ভারসাম্য ধরে রাখতে চান। সেটা তিনি চার নম্বরে রান করে করতে চান। কেকেআরকে গত মরসুমে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করা শ্রেয়স বলেন, “আমি চাই, চার নম্বরে নেমে ধারাবাহিক ভাবে রান করতে। তেমনটা করতে পারলে দলের ভারসাম্য ভাল থাকবে। যখনই দেশের হয়ে খেলতে নামি, তখনই ওই লক্ষ্য থাকে আমার।”তবে গত কয়েক বছরে শ্রেয়সের একটি দুর্বলতা সকলের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। শর্ট বলের সামনে স্বচ্ছন্দ নন তিনি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ তা দেখা গিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তাঁকে পেসারেরা লাগাতার শর্ট বল করেছেন। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ততটা সমস্যায় দেখায়নি শ্রেয়সকে। তিনি জানিয়েছেন, শর্ট বলের সমস্যা মেটাতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। শ্রেয়স বলেন, “হ্যাঁ, শর্ট বলে আমার একটা সমস্যা ছিল। তবে সবাই এমন করছিল, শর্ট বল করলে যেন খেলতেই পারব না। আমি পরিশ্রম করেছি। নিজের উপর বিশ্বাস রেখেছি। এখন শর্ট বল খেলতে তেমন সমস্যা হয় না।

সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে আজ ছয়টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু-দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল (শুক্রবার) হবে ছয়টি ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। আজ এম বি বি স্টেডিয়ামে সকাল পৌনে নয়টায় সংহতি ক্লাব খেলবে ও পি সির বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে পোলস্টার ক্লাবের বিরুদ্ধে, সকাল পৌনে নয়টায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী মাঠে হার্ভে ক্লাব খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে, টি আই টি মাঠে সকাল পৌনে নয়টায় কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে জে সি সির বিরুদ্ধে এবং দুপুর একটায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। আজ ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে সংহতি ,হার্ভে, কসমোপলিটন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, ব্লাড মাউথ এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।

আইপিএলের আগে কী ভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন ধোনি ? ৪৩-এর মাহির জবাবে অবাক হরভজন

বয়স ৪৩। এখনও আইপিএল খেলছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। এ বারও খেলবেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। এই বয়সেও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলার জন্য কতটা ফিট ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক? ধোনির প্রস্তুতির কথা জেনে চমকে গিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিংহও।

দলের সঙ্গে আইপিএলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ধোনি। আগামী ২৩ মার্চ প্রথম মাঠে নামবে পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নেরা। ঘরের মাঠে সেই ম্যাচে ধোনিদের প্রতিপক্ষ পাঁচ বার আইপিএল জেতা আর এক দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রস্তুতিপর্বের মাঝেই একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ধোনি। সেখানে গিয়েছিলেন হরভজনও। প্রাক্তন সতীর্থের কাছে প্রস্তুতি এবং ফিটনেসের ব্যাপারে জানতে চান প্রাক্তন অফ স্পিনার।এক সাক্ষাৎকারে ধোনির সঙ্গে আলোচনা নিয়ে মুখ খুলেছেন হরভজন। তিনি বলেছেন, “কয়েক দিন আগে এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। ধোনিও এসেছিল। ওকে দেখে দারুণ ফিট লাগছিল। কৌতুহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলাম, ‘এই বয়সেও কী করছ! কাজটা কঠিন নয়?’ জবাবে ধোনি বলল, ‘কঠিন তো বটেই। কিন্তু এটাই একমাত্র কাজ, যেটা করতে আমার ভাল লাগে। আনন্দ পাই। তাই এখনও খেলাটা উপভোগ করছি। এখন মাঠে নেমে আনন্দ করে খেলি।’ বুঝতেই পারছেন ধোনি এখনও কতটা ক্ষুধার্ত। ওর জন্য কাজটা আরও কঠিন। কারণ ধোনি এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলে না। শুধু আইপিএল খেলে। তা-ও এত ফিট। নিশ্চিত ভাবে বাকিদের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। নিজেকে প্রমাণ করে চলেছে। শুধু খেলার জন্য খেলে না। বোলারদের উপর ওর এখনও যথেষ্ট দাপট রয়েছে।”হরভজন জানিয়েছেন, ধোনি নিজেকে আইপিএলের জন্য প্রস্তুত করতে আলাদা অনুশীলন করেন। চেন্নাইয়ের প্রস্তুতিশিবিরে প্রতি দিন দু’-তিন ঘণ্টা আলাদা করে ব্যাটিং অনুশীলন করেন। হরভজন বলেছেন, “আইপিএলের দু’-এক মাস আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করে ধোনি। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে যত বেশি সম্ভব বল খেলার চেষ্টা করে অনুশীলনে। তাতে টাইমিং ভাল হয়। ব্যাট চালানো ক্রমশ সহজ হয় এবং বড় শট মারতে সুবিধা হয়। সকলের আগে মাঠে চলে আসে। সকলের পর মাঠ ছাড়ে। এই বয়সেও ধোনি যে পরিশ্রম করতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।”হরভজনের বক্তব্য, ধোনি কারও জায়গা রাখার পাত্র নন। যে দিন মনে করবেন হচ্ছে না, সে দিনই নিজেকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু যত দিন সম্ভব প্রিয় ২২ গজেই থাকবেন।

ক্রিকেটারদের মধ্যে কোনও বন্ধুত্ব নেই! আইপিএল শুরুর আগে বিদ্ধ কোহলিদের বেঙ্গালুরু

আইপিএলের ১৭টি বছর কেটে গেলেও এখনও ট্রফি জিততে পারেনি বেঙ্গালুরু। তারকা ক্রিকেটারদের নিয়েও বার বার ব্যর্থ হয়েছে তারা। এ বারের আইপিএলের আগে সেই আরসিবি-কেই নিশানা করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শাদাব জাকাতি। তাঁর মতে, আরসিবি-র ক্রিকেটারদের মধ্যে কোনও দিনও বন্ধুত্ব তৈরি হয়নি। তাই ট্রফি জিততে পারেনি তারা। দলে তারকা সংস্কৃতি রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।এক সাক্ষাৎকারে জাকাতি বলেছেন, “ক্রিকেট দলগত খেলা। ট্রফি জিততে হলে গোটা দলকে এক হয়ে খেলতে হবে। ২-৩ ক্রিকেটার কখনওই ট্রফি জেতাতে পারে না। চেন্নাই দলে বরাবর ভাল মানের ভারতীয় এবং বিদেশি ক্রিকেটার থেকেছে।

সঠিক দল নামিয়েছে ওরা। আমি যত দিন আরসিবি-তে খেলেছি তত দিন দেখেছি, ওদের নজর কেবল ২-৩ জন ক্রিকেটারের দিকেই।”জাকাতির সংযোজন, “দল পরিচালনা, সাজঘরের পরিবেশ সবেতেই একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ক্রিকেটারেরা ভাল। কিন্তু কোনও বন্ধুত্ব নেই। তাই একে অপরের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশতে পারে না।”আরসিবি ছাড়াও চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএল খেলেছেন জাকাতি।

২০১০ সালে ট্রফিও জিতেছেন। জানিয়েছেন, চেন্নাই তাদের খেলোয়াড়দের ভাল-খারাপের দিকে সব সময় নজর রাখে। তাই জন্যই পাঁচ বার ট্রফি জিতেছে।জাকাতির কথায়, “দল পরিচালনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চেন্নাইয়ের দল পরিচালন সমিতি খুবই ভাল ছিল। ক্রিকেটারদের খেয়াল সব সময় রাখা হত। এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। এটাই চেন্নাই আর বেঙ্গালুরুর পার্থক্য।”

ত্রয়োদশ বিধানসভা বাজেট অধিবেশনের আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে শরিক দল নিয়ে রণকৌশল বৈঠক।

নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: ভারতের ২৬তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক যোশীর সঙ্গে সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থাকে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল ভোটারের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয় এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে তাদের অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক হয়। রাজনৈতিক দলগুলি যারা এই প্রক্রিয়ার মূল অংশীদার তাদেরও তৃণমূলস্তরে যুক্ত করা হচ্ছে।

প্রায় ১০০ কোটি ভোটারই যে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ তা নির্বাচন কমিশন পুনরায় নিশ্চিত করছে। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) এবং নির্বাচন কমিশনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রযুক্তিগত পরামর্শ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। যদিও একজন ভোটার কেবল নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রেই ভোট দিতে পারেন এবং অন্য কোথাও নয়। কমিশন দেশব্যাপী দ্বৈত এপিক (ইপিআইসি) নম্বরের অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তিন মাসের মধ্যে বহু দশকের পুরনো এই সমস্যার সমাধান করবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখার মাধ্যমে ভোটার তালিকার নিয়মিত আপডেটের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কমিশনের আলোচনার সময় স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, খসড়া ভোটার তালিকায় কোনও অন্তর্ভুক্তি বা নাম কাটা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আইনী বিধানের অধীনে আপিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হতে পারে, যা জনগণের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দলের জন্য উন্মুক্ত। যদি কোন আপিল না থাকে সেক্ষেত্রে নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশান অফিসার (ইআরও) কর্তৃক প্রস্তুত তালিকাই কার্যকর থাকবে। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের ৭ মার্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ২০২৫ সালের ৬-১০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন (এসএসআর) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মাত্র ৮৯টি প্রথম আপিল এবং মাত্র ১টি দ্বিতীয় আপিল দাখিল করা হয়েছে। সকল যোগ্য নাগরিকের নামই যাতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অর্থাৎ ১০০ শতাংশ অন্তর্ভুক্তি তালিকায় সুনিশ্চিত করা, ভোটদান সহজতর করা এবং একটি আনন্দদায়ক পরিবেশের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ফের চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ : রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে ধর্মনগরস্থিত কৃষ্ণপুর বাজারের এক গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ২ ভরি স্বর্নালঙ্কার সহ নগদ ১০ হাজার অর্থ নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ধর্মনগরস্থিত কৃষ্ণপুর বাজারসিত বিথীকা দাস রায়ের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় ধর্মনগর টঙ্গিবাড়িস্থিত বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আজ সকালে স্থানীয় মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ঘরের মূল ফটক খোলা রয়েছে। তাছাড়া, ঘরের আলমারির ভাঙ্গা এবং ঘরের সকল জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে স্থানীয়রা বাড়ির মালিক এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। বাড়ির মালিক বিথীকা দাস রায় বলেন, চোরের দল হানা দিয়ে ২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৈষ্ণব টিলায় কমিউনিটি হলে কাজ খতিয়ে দেখলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আজ পুর নিগমের ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শন করেন। পুর নিগমের ৪৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত বৈষ্ণবটিলা এলাকায় নিগমের উদ্যোগে একটি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত ২০১৫ সালে বামফ্রন্টের সময় সেই প্রকল্পটির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে বিজেপি সরকার পুর নিগমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুনরায় তার কাজ শুরু হয়। আজ তার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন মেয়র দীপক মজুমদার ও এলাকার বিধায়িকা মিনারানি সরকার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ,৪৯ নং ওয়ার্ড কর্পোরেটর হরিসাধন দেবনাথ, কর্পোরেটর বাপি দাস সহ অন্যান্যরা।

মেয়র বলেন, এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান কমিউনিটি হলটি আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ৪০০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই কমিউনিটি হলটি তৈরি হলে এই এলাকার দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি বৈষ্ণবটিলা রায় কলোনিতে একটি পুকুর রয়েছে যাকে সংস্কার করার দাবি ছিল এলাকাবাসীর। প্রসঙ্গত ইউনিটি মলের কাজ শুরু হওয়ায় সেই জায়গায় যে পুকুরটি ছিল সেখানে প্রতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই এলাকায় প্রতিমা বিসর্জনে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে রায় কলোনির পুকুরটিকে সংস্কার করে তাতে ভাসানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মেয়র। তিনি আর বলেন ইতিমধ্যে ডিপিআর হয়ে গেছে। ফলে পুকুর সংস্কারেরও খুব বেশি বিলম্ব হবেনা। আগামী দূর্গা পূজার আগেই ভাসানের ব্যবস্থা করা হবে। এলাকাবাসী সেই স্থানে একটি মন্দির তৈরি করার আবেদন রাখেন মেয়রের কাছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখা হবে বলে জানান তিনি।

জাতীয় স্তরে স্কচ অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে রাজ্যের বায়োটেকনোলজি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: রাজ্যের বায়োটেকনোলজি দপ্তরকে কলেজ বায়োটেক ক্লাব প্রকল্পের জন্য জাতীয়স্তরে স্কচ অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান করা হবে। আগামী ২৯ মার্চ নয়াদিল্লির হ্যাবিটেট সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। আজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, দেশের মধ্যে স্কচ একটি স্বাধীন ও নামী সংস্থা। স্কচ মূলত: গুড গভর্নন্যান্স পরিবেশ সুরক্ষা ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এই তিনটি বিষয়ে কাজ করে। স্কচ প্রত্যেক বছর দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি সংস্থাগুলির অভিনব প্রয়াসের মূল্যায়ণ করে। এবছর এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য ২৭টি রাজ্যের প্রায় ৪০০টি প্রকল্পের আবেদনপত্র এই সংস্থায় জমা করা হয়। প্রজেক্টগুলির বেশ কয়েকটি স্তর মূল্যায়ণের পর এই সংস্থা চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করে। বায়োটেকনোলজি দপ্তর এর আগে ২০২২ সালে তার অভিনব বায়োভিলেজ ২.০ প্রজেক্টের জন্য স্কচ সিলভার অ্যাওয়ার্ড পায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বায়োটেকনোলজি দপ্তর ইতিমধ্যে রাজ্যে ২৪টি বায়োভিলেজ ২.০ প্রজেক্ট রূপায়ণের কাজ করছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আরও ৬টি বায়োভিলেজ ২.০ রূপায়ণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পুণেস্থিত একটি বেসরকারি সংস্থা ত্রিপুরাতে বায়োভিলেজ ২.০ প্রকল্প বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং কয়েকটি বায়োভিলেজ প্রকল্প পরিদর্শণ করেছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত দপ্তর ১৭টি কলেজ বায়োটেক ক্লাব রাজ্যের ১৭টি ডিগ্রী কলেজে বাস্তবায়ণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরও ৪টি বাস্তবায়ণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি বলেন, কলেজ বায়োটেক ক্লাব প্রকল্প এবছর পর্যন্ত শুধুমাত্র সাধারণ ডিগ্রী কলেজের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ২০২৫-২৬ অর্থ বছর থেকে এর পরিধি মেডিক্যাল, ভেটেরিনারি, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেনের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: জিবি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে টিবি রোগীদের জন্য গৃহীত 'নিক্ষয় মিত্র' প্রকল্পে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার সদস্যরা ত্রিপুরায় প্রায় ১৫০জন টিবি রোগীকে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা।আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের মেডিকেল সুপার শংকর চক্রবর্তী, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ডঃ প্রদীপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় চালককে মারধর খোয়াইয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ : চারদিন আগে আগরতলা রাধারনগর স্ট্যান্ডে খোয়াইয়ের ছোট গাড়ির চালককে মারধর ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। এরই প্রতিবাদে আজ ছোট গাড়ি চালকরা খোয়াই ধলাবিল এলাকায় বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ওই অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে খোয়াই থানার পুলিশ। শেষে বিএমএসের নেতৃত্বরা ওই ঘটনার সুষ্ঠ বিচারের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় গাড়ি চালকরা।

অভিযোগ, গত চারদিন আগে আগরতলা রাধারনগর স্ট্যান্ডে খোয়াইয়ের ছোট গাড়ির চালককে মারধর ও টাকা ছিনতাইয় করা হয়। তাই সুষ্ঠ বিচারের দাবী নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে খোয়াই ধলাবিল জাতীয় সড়কের উপর আক্রান্ত বিএমএসের সকল ব্যক্তিগত গাড়ির শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করেন। যান চালকদের সরাসরি অভিযোগ, আগরতলা রাধানগর স্ট্যান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্তরা খোয়াইয়ের ছোট গাড়ি চালকদের প্রতিনিয়ত হুমকী এবং এর ছোট গাড়ির চালকরা আগরতলায় যাত্রী গাড়িতে তুললেই বেশ কয়েক ছোট গাড়ি চালকদের মারধর করে। এদিকে, ওই অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবশেষে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে খোয়াই থানার পুলিশ এবং তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। বিএমএসের নেতৃত্বরা ওই ঘটনার সুষ্ঠ বিচারের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় গাড়ি চালকরা।

পুড়ে ছাই রেশন দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই গেছে দোকান। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুটি দমকল ইঞ্জিন ছুটে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন। কিন্তু দোকানে যাওয়ার রাস্তা না থাকায় ঘটনাস্থলে পোঁছাতে পারেনি দমকল ইঞ্জিন। আগুনের লেলিহান গ্রাস করে নিলো পুরো দোকান ঘরটি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে এলাকাবাসীর ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। আগুনের সূত্রপাতের বিষয়ে এখনো কিছুই জানা যায়নি। সরকারি ন্যায্য মূল্য দোকানটির নাম আমতলী রেশন দোকান নাম্বার ১। ডিলারের নাম বিপ্লব দত্ত।

গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ মার্চ: বৃহস্পতিবার উদয়পুর রেল স্টেশনে একটি ব্যাগ থেকে পাঁচ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। সন্দেহজনকভাবে এই ব্যাগটিকে চেক করে রেলওয়ে পুলিশ। তল্লাশিতে ব্যাগ থেকে ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরকে পুর থানায় খবর দিয়ে গাঁজাগুলি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বেআইনি চার্জ কেটে নেওয়ায় ব্যাংকের বিরুদ্ধে গ্রাহকের আইনীজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: ব্যাংকের বেআইনী লেনদেনের শিকার হয়েছেন এক ব্যক্তি। এবিষয়ে, অভিযোগ জানানো হলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।পরবর্তী সময়ে তিনি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে জেলা ভোক্তা সুরক্ষা আদালতে মামলা করেন। ওই মামলায় আদালত রায় দিয়েছে ব্যাংককে ১৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট না থাকলে টাকা জমা, তোলা কিংবা ঋণ নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে সাধারণ নাগরিকদের বাধ্য হয়েই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কখনো কখনো ব্যাংক সাধারণ মানুষের পকেট কেটে ফাঁকা করে দেয়। অনেকে ব্যাংকের পাসবই আপডেট করলেও হিসাবের গড়মিল কিংবা অনিয়মিত চার্জ কাটা নিয়ে খোঁজ রাখেন না। যাঁরা প্রতিবাদ করেন তাদের অনেক সময় ব্যাংক কর্মকর্তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। তবে আইনের আশ্রয় নিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দোষী সাব্যস্ত হয় এবং বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হয়। এমনই এক ঘটনার সাক্ষী হলেন ত্রিপুরার ধর্মনগরের এক সাধারণ গ্রাহক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ধর্মনগরের রানা দিঘীর পশ্চিমপাড়ে মোদক হোমিও ক্লিনিকের কর্ণধার ডাঃ পরেশ চন্দ্র মোদক ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। গত ২০২২ ও ২০২৩ সালে তাঁর ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে বেআইনিভাবে ১২০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল। যা রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম লঙ্ঘন বলে জানা গিয়েছে।কিন্তু, রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) থেকে আর.টি.আই আইনে স্পষ্ট, গ্রাহকদের ন্যূনতম এক মাস আগে নোটিশ না দিয়ে এই ধরনের চার্জ কাটা বেআইনি। সেই সার্কুলার সংযুক্ত করে ডাঃ মোদক ৯ নভেম্বর ২০২৩-এ গ্রামীণ ব্যাংকের ত্রিপুরার জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আবেদন করেন, যাতে তার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া অর্থ সুদ সহ ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাংক কোনো সদুত্তর দেয়নি।পরবর্তীতে, ২০২৩ সালে ২৪ নভেম্বর ধর্মনগর শাখার ম্যানেজার এক চিঠির মাধ্যমে জানান যে, ৭ নভেম্বর ২০২২ থেকে কার্যকর হওয়া ব্যাংকের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যালেন্স না থাকলে চার্জ কাটা হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ব্যাংকের ওই নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগেই ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরেই ডাঃ মোদকের টাকা কাটা হয়েছিল। যা স্পষ্টতই বেআইনি।ডাঃ মোদক ব্যাংকের ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর ঊনকোটি জেলা ভোক্তা সুরক্ষা আদালতে মামলা দায়ের করেন (মামলা নং সিসি/২১/২০২৩)। পাশাপাশি,ননিজের মামলা নিজেই লড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কোনো উকিলের সাহায্য ছাড়াই আইনি লড়াই চালিয়ে যান। শ্রী মোদকের অভিযোগপত্রে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ২০,০০০ টাকা দাবি করেন। সেগুলো হল, ব্যাংকের কেটে নেওয়া টাকা: ১২০ টাকা, চিঠিপত্র ও করেসপন্ডেন্স খরচ: ৩৮০ টাকা, মামলা খরচ: ১৫০০ টাকা, আদালতে যাতায়াত খরচ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানায় নাগরিক সমাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানায় অভিযোগ জানালেন সোনামুড়া নাগরিক সমাজ। মূলত মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বক্তব্য ঘিরে গোটা রাজ্যব্যাপী তীব্র সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

এরই অঙ্গ হিসেবে আজ সোনামুড়া নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। মন্ত্রীর বক্তব্যে সমাজে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন সদস্যরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সোনামুড়া নাগরিক সমাজের নেতৃত্বরা।

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ ধর্না বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: গত পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না বেসরকারী সংস্থার অধীনে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী। এমনটাই অভিযোগ তুলে আবারো আগরতলা জয়নগরস্থিত ওই সংস্থার বাইরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন প্রদান করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবে তাঁরা।

ঘটনার বিবরণে এক কর্মী জানিয়েছেন, গত দুই বছর ধরে এডভান্সড রুট একনোলজি ইনফরমেশন প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে বিদ্যুৎ নিগমে ৫০০ শতাধিক কর্মী কাজ করে যাচ্ছেন। অভিযোগ, গত পাঁচ মাস অন্তর অন্তর এক মাসের বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। এবিষয়ে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বললে বকেয়া বেতন নিয়ে তালবাহানা করেন। তাই আজ আরও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৫০০ শতাধিক কর্মী জয়নগরস্থিত সংস্থার বাইরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, কিছুদিন আগেও বকেয়া বেতন সহ অগ্রিম কর্মীদের থেকে নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। তখন কোম্পানি কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছেন অতিসত্বর বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত টাকা পরিশোধ করা হয়নি। তাই আজও বকেয়া বেতনের দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ: প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রক্তের সংকট দূর করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে আজ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ দপ্তরের কর্মকর্তারা।

এদিন রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দপ্তরের প্রত্যেক অফিসার ও কর্মী রক্তদানের মধ্য দিয়ে রক্তের সংকট দূর করতে এগিয়ে আসবে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই আজ এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ

আগরতলা, ২০ মার্চ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করেছিল গ্লিটেরিয়া ব্র্যান্ড এর উদ্বোধনী উৎসবের মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। যা সত্যিই গ্লিটেরিয়া ব্র্যান্ডের উদ্বোধনী উৎসবের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়। গত ৮ মার্চ, ২০২৫ গ্লিটেরিয়া উৎসবের ৪ জন ভাগ্যবান বিজয়ীদের বাছা হয়েছিল লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে। বিজয়ীদের এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বেছে নেন ত্রিপুরার গর্বের খেলোয়াড় দীপা কর্মকার, অর্শিয়া দাস, মৌচৈতি দেবনাথ , পরিণীতা রায় ও গুলটি চৌধরী।সেই ৪ জন ভাগ্যবান বিজয়ীদের এই অনুষ্ঠানে মেগা ড্র পুরস্কার স্বরূপ ১ টি হীরের নেকলেস ও ৩টি হীরের নেকচেন তুলে দেওয়া হয়।

এই বছর, ভাগ্যবান বিজয়ীরা হলেন চন্দনা সরকার (ঋ১৫৮৯), পল্লবী জামাতিয়া (ক্ষ১৩৬৩), মিঠুন বণিক (ঙ১৭৭১) ও গোবিন্দ শুক্ল বৈদ্য (ঋ১১৬৩)। পুরস্কার হিসেবে লাকি ড্র তে জেতা উপহারগুলি তাদের কাছে বিশেষ আনন্দ আর একরাশ খুশি বয়ে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের কথাতে তাদের আনন্দ ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উন্নত পরিসেবা ও চমকে ভরা আয়োজনের কথা বার বার উঠে এসেছে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা সকল ভাগ্যবান বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান এবং এই উৎসবে পাশে থাকার জন্য সমস্ত রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান। রূপক সাহা বলেন, "বিজয়ীদের হাতে মেগা লাকি ড্র এর পুরস্কার, ১ টি হীরের নেকলেস ও ৩ টি হীরের নেকচেন গুলি তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একইসঙ্গে বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরাএই উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ, গ্রাহকরা যেভাবে এই উৎসবের এই বিশেষ আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।"এক আনন্দ ঘন পরিবেশে ভবিষ্যতের আরও উন্নত পারিসেবা দেবার আশ্বাস এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পারিসমাপ্তি হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas